NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী
কলকাতা ১১ জুলাই ২০২৬ ২৭ আষাঢ় ১৪৩৩ শনিবার বিংশ বর্ষ ৩১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.07.2026, Vol. 20 Issue No. 31, 8 Pages, Price 3.00

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি শ্রীমতি রাণী বিশ্বাস স্বামী-ঁরমেন বিশ্বাস সাং- হাজারিনগর, পোঃ চিত্রশালী, থানা- হাঁসখালী, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১৫১, পঃ বঃ গত ২২/০৬/২৬ তারিখে রানাঘাট ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ২৩৩৮৯ নং এফিডেভিট বলে আমার স্বামী রমেন বিশ্বাস পিতা- দেবেন বিশ্বাস এবং রমেন্দ্রনাথ মন্ডল পিতা- দেবেন্দ্রনাথ মন্ডল একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলেন।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)জামিল আমিন** পিতা মরহুম মহম্মদ আমিন, সাকিম অভিনন্দন এ্যাপার্টমেন্ট ওল্ড হসপিটাল রোড, ফাস্ট ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং বি/৫, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, মহাশয় বিগত ইং ০৪/০৭/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-06164/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমাকে **(২)তাসনিম আমিন**, পিতা মরহুম মহম্মদ আমিন, সাকিম অভিনন্দন এ্যাপার্টমেন্ট ওল্ড হসপিটাল রোড, ফাস্ট ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং বি/৫, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২১/০৫/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-07461/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী সুনীতা দেবী**, স্বামী রামাকান্ত সিং, সাকিম কোয়ার্টার নং এফ/ও-২, ওল্ড ফ্যামিলি ডানলপ ষ্টেট, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ছোটখেজুরিয়া, ৪৭ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল. আর. ২০ ও ৬৩ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২১৬ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ৩৫ শতক মধ্যে এল.আর. ২০ নং খতিয়ান হইতে ০২.৪৭৫ শতক বা ০১.৫০ কাঠা এবং ৬৩ নং খতিয়ান হইতে ০.৮২৫ শতক বা ০.৫০ কাঠা, একুনে দুইটি খতিয়ান হইতে মোট ০৩.৩০ শতক বা ০২ কাঠা সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী সুনীতা দেবী**, স্বামী রামাকান্ত সিং, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **তাসনিম আমিন, ক্রেতা**

নাম পরিবর্তন

আমি, SAYAN DAS, পিতা - Ram Chandra Das, ঠিকানা - গ্রাম + পোঃ - চন্দনপুর, থানা - পটাশপুর, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর ঘোষনা করিতেছি যে, আমার বার্থ সার্টিফিকেটে আমার নাম SRI SAYAN DAS ভুলবশতঃ হইয়া গিয়াছে। গত ০৯.০৭.২০২৬ তারিখে কাঁথি কোর্টের ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২৩ নং এভিডেভিট বলে আমি SAYAN DAS ও SRI SAYAN DAS এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, **শ্রী কানাই হালদার**, পিতা-প্রয়াত বৈদ্যনাথ হালদার, সাং- ও ডাকঘর- মাঝেরচর, থানা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে **প্রয়াত কল্যাণী হালদার ও প্রয়াত কল্যাণী বর্মন** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি (আমার স্ত্রী) এবং **সোমনাথ হালদার ও শুভম হালদার** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি (আমার পুত্র)। এই মর্মে ২৮.০৪. ২০২৫ তারিখে মাননীয় এ.সি.জে.এম., ২য় আদালত (১ম শ্রেণী), কল্যাণী, নদীয়ার নিকট শপথপত্র সম্পাদিত হয়েছে।

নাম পরিবর্তন

আমি, ANKAN DAS, পিতা - Anupam Das, ঠিকানা - গ্রাম + পোঃ - কাকরা, থানা - ভগবানপুর, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর ঘোষনা করিতেছি যে, আমার বার্থ সার্টিফিকেটে আমার নাম Sri Ankan Das ও আমার মায়ের নাম Smt. Asima Das ভুলবশতঃ হইয়া গিয়াছে। গত ০৯.০৭.২০২৬ তারিখে কাঁথি কোর্টের ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২৪ নং এভিডেভিট বলে আমি ANKAN DAS ও আমার মা ASHIMA DAS নামে পরিচিত হইলাম।

নাম-পদবী

আমি জাকিরহোসেন মন্ডল ২৪/১১/২২ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে আমি Jakir Hossain Mandal ও Jakir Mondal উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম আমার আসল নাম Jakirhossain Mandal.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১১ই জুলাই। ২৬শে আষাঢ়, শনি বার। দ্বাদশী তিথী। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে চতুষ্পাদ দোষ।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

(আজ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস)

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত ইং 08/07/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 16465 নং এফিডেভিট বলে আমি Moitreyee Chakraborty, W/o. Tanumoy Chakraborty, R/o. 433 Brahaman Para Chandannagar, P.S. Bhadreswar, Khalisani, Dist. Hooghly-712138, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টের অর্ডার বলে আমি আমার পুত্রের লিগ্যাল গার্জেন নিযুক্ত হইয়া এই হলফনামার মাধ্যমে আমার পুত্র, যার পুরনো নাম ছিল Saptarshi Pal, তার নাম পরিবর্তন করিয়া নতুন নাম রাখলাম Saptarshi Chakraborty, এবং তাকে সর্বত্র এই নতুন নামেই পরিচিত করা হইল এবং সমস্ত নথিতে নাম সংশোধন করিয়া Saptarshi Chakraborty করার জন্য অনুরোধ করা হল। আমার পুত্র Saptarshi Chakraborty ও Saptarshi Pal, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

গত 03/02/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 1934 নং এফিডেভিট বলে আমি Md Imam ও Md Iman S/o. Mohammad Azam সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 01/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8804 নং এফিডেভিট বলে আমি Sonatan Das S/o. Basudeb Das ও Sonatan Das B S/o. Basudas Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত ইং 12/06/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 14226 নং এফিডেভিড বলে আমি, Rajina Khatun, W/o. Shaikh Mohammad Farid, D/o. Sk Ajjizul Islam, সাকিম হেনোপাড়া, আমড়া, দাদপুর, হুগলী-৭১২১৪৯, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Sain Afrin) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. 1111, dated 27.11.2013, D.O.B. 01.10.2013) আমার/ কন্যার মাতার সঠিক নাম Rajina Khatun-এর পরিবর্তে Rajina Bibi এবং আমার স্বামী/ কন্যার পিতার সঠিক নাম Shaikh Mohammad Farid-এর পরিবর্তে Sk Md. Farid লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া উভয়ের সঠিক নাম লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Rajina Khatun ও Rajina Bibi এবং আমার স্বামী Shaikh Mohammad Farid ও Sk Md. Farid উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/হইয়াছেন।

I, Keya Chakraborty, D/o. Keshab Krishna Chakraborty, R/o. Old Kapasdanga, Akarson Dighirdhar, P.S. Chinsurah, P.O. & Dist. Hooghly, Pin 712103, W.B., do hereby declare that in my Aadhaar Card being No. XXXX XXXX 0279, where my name has been recorded as Rinita Chakraborty instead of my correct & actual name Keya Chakraborty, which I want to rectify when & where necessary against this affidavit. I, Keya Chakraborty & Rinita Chakraborty D/o. Keshab Krishna Chakraborty, both are the same & one identical person vide an affidavit no. 16547, dated 08.07.2026, sworn before 1st Class Judicial Magistrate, Sadar Hooghly Court.

গত 09/07/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 16600 নং এফিডেভিড বলে আমি, Archana Ghosh, W/o. Lt. Sasanka Sekhar Ghosh, permanent R/o. Krishnapur Bazar, Hooghly Station Road, Rabindranagar, Chinsurah, Hooghly-712103, presently R/o. C/o. Swapan Sil, Ground Floor, Word no. 15, Srebasnagor, Lane 4, Chinsurah, Hooghly-712103, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ফ্যামেলি পেনসান অর্ডারে (being P.P.O No. XX255) আমার সঠিক নাম Archana Ghosh-এর পরিবর্তে Pratima Rani Ghosh (Nick Name) এবং SBI Bank-এর আখনবাজার ব্রাঞ্চে আমার অ্যাকাউন্টে (being Account No. XXXXXXX2177) আমার নাম Protima Rani Ghosh (Nick Name) লিপিবদ্ধ আছে এবং এই এফিডেভিট বলে আমার সঠিক নাম Archana Ghosh লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Archana Ghosh, Pratima Rani Ghosh (Nick Name) ও Protima Rani Ghosh (Nick Name) W/o. Sasanka Sekhar Ghosh, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 02/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 15980 নং এফিডেভিড বলে আমি Anup Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Anil Chandra Ghosh ও A. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 03/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11286 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Firoj S/o. Sekh Abdul Hamid ও Sekh Firoj Ali S/o. Sk. Abdul Hamid সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 10/07/2026, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে 415 নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjib Chatterjee ও Sanjib Kr. Chatterjee S/o. Onkar Nath Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 20/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 1805 নং এফিডেভিড বলে আমি, Arun Kumar Purokait S/o. Biswanath Purokait, R/o. Chhinamore, Singur, Hooghly-712223, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. B/2024/0774120 dated 10.06.2024) আমার কন্যার সঠিক নাম Isha Purkait-এর পরিবর্তে Isa Purkait, এবং আমার/ কন্যার পিতার সঠিক নাম Arun Kumar Purokait-এর পরিবর্তে Arun Kumar Purkait লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া সঠিক নামপত্তন করিতে চাই। আমি Arun Kumar Purokait ও Arun Kumar Purkait, এবং আমার কন্যা Isha Purkait ও Isa Purkait উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/হইয়াছে।

আমি Suraj Roy S/o. Susanta Roy, সাং সুলতানপুর, মায়াপুর, আরামবাগ, হুগলী-৭১২৪১৩, স্থায়ীবাস ইলিপুর, ইলাহিপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৭০৭, গত ইং 10.09.2025 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Sekh Sajid Molla নামে পরিচিত হইয়াছি। 16/03/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 7683 নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Sajid Molla ও Suraj Roy S/o. Susanta Roy, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি Priya Majhi D/o. Tapas Majhi, সাং কাজীডাঙ্গা, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, গত ইং 10.06.2025 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Zoya Begam নামে পরিচিত হইয়াছি। 16/03/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 7682 নং এফিডেভিট বলে আমি Zoya Begam ও Priya Majhi D/o. Tapas Majhi, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

CHANGE OF NAME

I, **Kishori Debnath, Kishore Debnath, Debnath Kishor**, S/O- Late Tarapada Debnath, Residing at Vill.- Goas, P.O.- Goas, P.S.- Karimpur, Dist.- Nadia, PIN-741165, W.B, do hereby declare that I have changed my name from **Kishori Debnath, Kishore Debnath, Debnath Kishor** to **Kishor Debnath** and henceforth I shall be known as **Kishor Debnath** in all purpose, vide affidavit No 08, sworn before The Notary Public at Tehatta, on 09.07.2026, **Kishori Debnath, Kishore Debnath, Debnath Kishor** and **Kishor Debnath** both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

আমি Paritosh Kumar Sengupta, পিতা Lt. Pramatha Nath Sengupta ঠিকানা Talbagicha, P.S.- Kharagpur (L), Paschim Medinipur ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, Medinipur Court, W.B এর Affidavit দ্বারা Paritosh Sengupta নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 1304 dated 28.01.2016. Paritosh Kumar Sengupta ও Paritosh Sengupta একই ব্যক্তি।

AFFIDAVIT

I, **SK. SHAJAHAN ALI** S/O Sk Saukat Ali residing at 13/H/46 B,F Row, Alipore, H.O.- Alipore, Kolkata, West Bengal 700027 do hereby declare vide affidavit no. 719 dated 09.07.2026 before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata that my correct and true name is SK. SHAJAHAN ALI as duly recorded in my Aadhaar Card but due to an inadvertent and clerical error, my name has been recorded as SK SHAJAHAN ALI in my PAN Card. SK. SHAJAHAN ALI and SK SHAJAHAN ALI i.e. myself am the same and one identical person.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

শ্রী হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পিতা - স্বর্গীয় নিত্যানন্দ ঘোষ, পক্ষে আমমোক্তার গত ইং ০২.০২.২০২৬ তাং কৃষ্ণনগর A.D.S.R. IV- 00003 নং আমমোক্তার দলীল বলে আমমোক্তারগন ১) শ্রী শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, পিতা- স্বর্গীয় দিলীপ ভট্টাচার্য্য, ২) শ্রী সুদীপ কুমার রায়, পিতা - স্বর্গীয় প্রদীপ কুমার রায়, ৩। শ্রী সমরেশ ঘোষ, পিতা- স্বর্গীয় আনন্দ মোহন ঘোষ, উক্ত আমমোক্তার হইতে গত ইং 18 Jun 2026 I-5645/26 নং দলীল বলে ৪৩ নং পানিনালা মৌজার খাতিয়ান নং আর.এস. ৩৯৬ এল.আর. ৯৯৬, দাগ নং আর.এস. ও এল.আর. ৫০১ এর মোট ৩.৩০ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন, শ্রী রাকেশ ঘোষ, পিতা- শ্রী পরিতোষ ঘোষ,উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন অভিযোগ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L.&L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মতাবেক কার্য্য হইবে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী গায়ত্রী বসু**, স্বামী ৺ত্রিদীবনাথ বসু, সাকিম বৈঁচীগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫ ও **২)শ্রীমতী পদ্মিনী চক্রবর্ত্তী**, স্বামী সুকুমার চক্রবর্ত্তী, সাকিম ৬৩৬ জি.টি.রোড, কালিতলা শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০১, মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ০৩/০৬/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02967/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী তুষার কান্তি মন্ডল**, পিতা ৺কার্তিক মন্ডল, সাকিম বৈঁচীগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০২/০৩/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01050/ 2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী দীপঙ্কর দাস**, পিতা শ্যামল কুমার দাস, সাকিম ১২২, ৫৫/এ, জি.টি. রোড নার্সারি রোড, শশাঙ্ক বসু ভবন, ঐক্যতান ক্লাব, বৈদ্যবাটী, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা বৈঁচী, ২০ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৮৭২২ ও ৮৬৯৬ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ৮৩৯৫ তথা হাল এল.আর. ৮৪১৭ নং দাগে শালি জমি ০৭ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী দীপঙ্কর দাস**, পিতা শ্যামল কুমার দাস, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
-- **শ্রী তুষার কান্তি মন্ডল, আমমোক্তার**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী অনুরাধা সিংহ রায়**, স্বামী ডঃ অর্দ্ধেন্দু সিংহ রায় ও পিতা ৺জলধর সিংহ রায়, সাকিম – ৭/১/এ, ডঃ এ.এন. পাল লেন, বালী, হাওড়া-৭১১২০১, মহাশয়া বিগত ইংরাজী ০৫/০৭/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-06240/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাদেরকে **(১)শ্রীমতী মালবিকা সিংহ রায়**, স্বামী শ্রী স্বপন সিংহ রায়, সাকিম দ্বারপাড়া, পাঁচপাড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫০১ এবং **২)শ্রীমতী চৈতালি সিংহ রায়**, স্বামী শ্রী অভিজিৎ সিংহ রায়, উভয়ের পিতা ৺জলধর সিংহ রায়, সাকিম জাঙ্গিপাড়া, বিষ্ণুপুর, হুগলী-৭১২৪০৪), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমরা নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি বিগত ইং ০১/০৯/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-11479/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী চম্পা মুদি**, স্বামী জীবন মুদি, সাকিম মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি। তপশীল – জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা হাসনান, জে.এল. নং ৪৯, হাল এল. আর ১৩২১, ১৩২৩, ১৩২৫, ১৩২০, ১৪১৩ ১৪১৪ নং খতিয়ান হইতে, ১)আর.এস. ৩২১ তথা হাল এল.আর. ৬৩ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ১৬ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ০৮ শতক, তন্মধ্যে ০.২২৬৩ অংশে কমবেশী ০৩.৬১৬ শতক, এবং ২)আর.এস. ৩১৫ তথা হাল এল.আর. ৮২ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১২ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ০৬ শতক, তন্মধ্যে ০.২২৬২ অংশে কমবেশী ০২.৭১৩ শতক, এবং ৩)আর.এস. ৩২৪ তথা হাল এল.আর. ৮৪ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১২০ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ৬০ শতক, তন্মধ্যে ০.২২৬৩ অংশে কমবেশী ২৭.১৩৬১ শতক, একুনে তিনটি দাগে মোট ৩৩.৪৬৫১ একর সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী চম্পা মুদি**, স্বামী জীবন মুদি, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি- **শ্রীমতী অঞ্জনা সিনহা, মালবিকা সিংহ রায় আমমোক্তারদ্বয়**

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী প্রসেনজিৎ কর্মকার, পিতা শ্রী প্রদীপ কর্মকার, নিবাস কেয়াডাঙ্গা, পো : কারুয়া চাঁদপুর, থানা : দেগঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১৩৫২/১৯৯৬ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর দেগঙ্গা, তারিখ ০৭.০৭.২০২৬, দেগঙ্গা বিএলআরও অফিসের নিকট বেলা ১২ টার সময় ফটোকপি করানোর সময় হারিয়ে ফেলেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেগঙ্গা থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ৬১৩ তারিখ ০৯.০৭.২০২৬ দায়ের করেন।
কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি থাকলে বা দলিলটি পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
তারিখ : ১০.০৭.২০২৬
জয়দীপ মুখার্জি
অ্যাডভোকেট
৭ এন পি বি লেন, কলকাতা -৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমাদের একজন মক্কেল, **সনৎ লাল শাউ**, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ০৪ কাঠা দাগ নং ৮৯, ৯০, ৯১ এবং ৯২, খতিয়ান নং ৫৯, জেএল নং ০১, মৌজা- ব্যাঁটরা, থানা : ব্যাঁটরা, জেলা : হাওড়া, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা হোল্ডিং নং ৮৩, মধুসূদন পাল চৌধুরী লেন, পুরসভা ওয়ার্ড নং ২২, হাওড়া পৌর সংস্থা অধীন উল্লেখ্য হস্তান্তর রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর হাওড়া এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৮, পৃষ্ঠা ২৫৩৪ থেকে ২৫৬৫, দলিল নং ০৩২৯৭ - ২০১০ সালের, ১) শ্রী কাঞ্চন পালচৌধুরী, ২) শ্রীমতি পার্বতী মল্লিক, ৩) শ্রীমতি শান্তি নন্দী, ৪) শ্রীমতি প্রীতি মল্লিক, ৫) শ্রীমতি সুপর্ণা নন্দী, ৬) শ্রী ইন্দ্রনীল কুন্ডু, ৭) মাস্টার ঋষভ কুন্ডু, প্রতিনিধিত্বকারী স্বাভাবিক অভিভাবক পিতা শ্রী ইন্দ্রনীল কুন্ডু, ৮) শ্রী স্বপন পাল চৌধুরী, ৯) শ্রী জয়ন্ত পাল চৌধুরী, ১০) শ্রীমতি কল্পনা সেঠ, ১১) শ্রী কিশোর পাল চৌধুরী, ১২) শ্রীমতি মীনাক্ষি দে, বিক্রেতা নং ১০ থেকে ১২ অ্যাটর্নি শ্রী জয়ন্ত পাল চৌধুরী কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী, ১৩) শ্রী অচিন্ত পাল চৌধুরী, ১৪) শ্রী অসীম কুমার পাল চৌধুরী, ১৫) শ্রী প্রেমাংশু পাল চৌধুরী, ১৬) শ্রী সুধাংশু পাল চৌধুরী এর কাছ থেকে হস্তান্তরিত সমুদয় সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী।
কোনও ব্যক্তির বা পক্ষের বা সংস্থার সদস্যের/ ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোনওরূপ দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং /বা স্বার্থ থাকলে উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে ৭ দিনের মধ্যে দাবি করতে অনুরোধ করা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।
সুপ্রিয় বসু এলএলপি
'টেম্পল চেম্বার'
রুম নং ৪৮, একতলা,
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ৪৬০১ ৪৮৪৯/৪৬০১/৪৮৫৪
ই-মেল : supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

বিজ্ঞপ্তি

এ্যাক্ট- ৩৯ কেস নং- ৬২ / ২০২৪
দরখাস্তকারী:- (১) শ্রী প্রদীপ মুখার্জ্জী, (২) শ্রী পার্থ মুখার্জ্জী, উভয়ের পিতা - স্বর্গীয় পঙ্কজ কুমার মুখার্জ্জী, উভয়ের সাং - রায়ের বেড়, চুঁচুড়া, পোঃ ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১০১।
এতদ্দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, অত্র দরখাস্তকারীগণ চুঁচুড়া ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালতে স্বর্গীয় **পঙ্কজ কুমার মুখার্জ্জী**, পিতা - স্বর্গীয় নিমাই চন্দ্র মুখার্জ্জী, সাং- রায়ের বেড়, চুঁচুড়া, পোঃ ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন-৭১২১০১, সম্পাদিত ১২/১০/২০১৮ তারিখে উইলের প্রবেট নেওয়ার জন্য উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বা তাঁহার সম্পত্তি সম্বন্ধে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে তাহারা উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া বা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর দ্বারা উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় আপত্তি জানাইবে, না হইলে অত্র মোকর্দ্দমাটি এক তরফা শুনানী হইবে।
দরখাস্তকারীর পক্ষে
কুনাল বোলেল, উকিলবাবু
আদালতের অনুমত্যানুসারে
জ্যোতির্ময় সরকার, সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **ডঃ পিনাকি নাগ**, পিতা - ৺অমলেন্দু নাগ, সাং- খাগড়া জোল, ঠাকুর রাম কৃষ্ণ রোড, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০১, তাহার স্বত্ব দখলীয় থানা চুঁচুড়ার সামিল জে.এল. নং ১৯ মৌজা হুগলী, আর.এস. খং নং ৩৩৬, এল.আর খং নং ৬০৩৮, আর.এস. দাগ নং ৪১০৯, এল.আর. ৩৮২৫ দাগে অবস্থিত দ্বিতল গৃহের সমগ্র দ্বিতলের যাবতীয় ঘরাদি যাহার কভার্ড এরিয়া ১০১৭ বর্গফুট ও তৎসহ কেবল মাত্র দ্বিতীয় ম্যাজিনান ফ্লোরের ঘর খানি যাহার পরিমাপ ৮' x ১২'-৪" ও তৎসহ সিঁড়ি যাহার মোট সুপার বিল্ড আপ এরিয়া ১২২৩ বর্গফুট তৎসহ তলস্থ জমির আনুপাতিক শেয়ার যাহার পরিমান ০.০১৬ একর যাহা হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের কাসেমপুর এলাকার ১৮০/৭/১ হোল্ডিং ভুক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি উক্ত দ্বিতল গৃহের একতলের বাসিন্দা **সুচরিতা নাগ (দাস)**, স্বামী - ৺চিত্তরঞ্জন দাস এবং প্রতিবেশীগণের মধ্যে কেহ উপরিবর্ণিত সম্পত্তি ক্রয় করিতে রাজী থাকেন সেক্ষেত্রে তিনি অত্র বিজ্ঞপ্তি বাহির হইবার ১৫ দিনের মধ্যে ৯৮৩১১৪৪০৪৫ নম্বরে যোগাযোগ করিতে পারেন। অন্যথায় আমার মক্কেল তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে তাহার স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন।
ইতি- **রঞ্জন পাল (এ্যাডভোকেট)**
জেলা জজ আদালত, হুগলী

NOTICE

This is to inform that, my client 1). Dipak Chakraborty S/o Lt. Ram Sankar Chakraborty, 2). Soma Chakraborty W/o Amal Chakraborty, 3). Gopa Mukherjee W/o Pranab Nath Mukherjee, 4). Alo Neogi W/o Nikhilesh Neogi, 5). Abha Chakraborty W/o Lt. Manoj Chakraborty, 6. Subir Kumar Chakraborty S/o Lt. Manoj Chakraborty, 7. Sumita Chakraborty W/o Swadhin Chakraborty, 8. Sukla Kar S/o Indranil Kar executed General Power of Attorney in respect of 16.533 Dec. property, vide Deed No IV-00261/17 on 01 /12/2017 at Kharagpur A.D.S.R in favour of 1). Subrata Chakraborty S/o Lt. Manoj Chakraborty, in respect of 6.22 Dec. property, R.S. & L.R. Plot No. 266, Khatian No. 92 L.R., J.L. No. 102, Mouza- Krishnagar, P.S. KGP (L), Dist- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx 7 Dec. area of the said property to **Debu Mudi** S/o Kshitish Mudi R/o Krishnagar, P.O. : Shyamraipur, P.S. KGP (L), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301, through the Deed No. I-5363/19 on 26/ 07 /2019 at Kharagpur A.D.S.R. That, if any person have any objection, then he / she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.
BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী চুঁচুড়াস্থ ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত
অ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ২১/২০২২
দরখাস্তকারী :- সুপ্রতিম ব্যানার্জী ওরফে রাজা
প্রতিপক্ষ:- শুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় (সিনহা)
এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাচ্ছে যে কে-২, ত্রিতল, টাইপ-৩, লেক সিটি, ৫৬/১, খান রোড, মানকুন্ডু, থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, স্থায়ী সাং জি. টি রোড, (ইষ্ট), রথের সড়ক, পোঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী নিবাসী **সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়**, পিতা- প্রয়াত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার জীবদ্দশায় ইং ০৮/০৩/২০১৭ তারিখে তাহার জেলা- হুগলী অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব- রেজিস্ট্রী অফিস, সাব-ডিভিশন চন্দননগর, থানা- ভদ্রেশ্বরের সামিল, ভদ্রেশ্বর পৌরসভার অর্ন্তগত ১ নং ওয়ার্ডে ২/৬/কে/৩/১/২/৩৬৪ হোল্ডিংভুক্ত, খান রোডস্থ ৯ নং জে এল ভুক্ত মানকুন্ডু মৌজার আর.এস খতিয়ান নং ১৬৬৯ এবং ৭৯৫, এল. আর খতিয়ান নং ২১৩/১ এবং ১০৫৬/১ বর্তমান এল আর খতিয়ান নং ২৯৬৪, আর এস দাগ নং ১০৯৪ (এল আর ৮৯৭) এবং ১০৯৭/১২২৮ (এল আর ৮৯৮), অবস্থিত লেক সিটি নামক অ্যাপার্টমেন্টে সেকেন্ড ফ্লোরে ৬৯৬.৭২ স্কোয়ার ফুট কর্ভার্ড এরিয়া বিশিষ্ট যাহার সুপার বিলট এরিয়া ৮৫০ স্কোয়ার ফুট একটি ফ্ল্যাট সম্পত্তির বিষয়ে একটি নোটারাইজড উইল করিয়া গত ইং ১৯/৪/২০১৭ তারিখে পরলোক গমন করিলে তাহার ত্যক্ত উইলের প্রবেট লইবার জন্য তাহার ভ্রাতুস্পুত্র **সুপ্রতিম ব্যানার্জী ওরফে রাজা**, পিতা- প্রয়াত মাধবী রঞ্জন ব্যানাজী, সাং- কে/২, র্থাড ফ্লোর, টাইপ-৩, লেক সিটি, ৫৬/১, খান রোড, মানকুন্ডু, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী অত্র কেস করিয়াছেন। এ সম্পর্কে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্য কারণ দর্শাইবেন নচেৎ কেসের আইনানুগ নিস্পত্তি হইবে।
ইন্দ্রাণী ঘোষ, অ্যাডভোকেট
চন্দননগর কোর্ট
আদালতের আদেশানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী, সেরেস্তাদার,
হুগলী জেলা জজ কোর্ট

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **রানা কুমার দাস**, পিতা - হিমাংশু কুমার দাস, সাং - দক্ষিণ নলডাঙ্গা, ভোঁদো, পোঃ - নলডাঙ্গা, থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১২৩, আট লক্ষ টাকার বিনিময়ে হুগলী স্টেশান রোড, কালী মন্দির, পোঃ - ব্যান্ডেল, থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১২৩ নিবাসী **শ্রী সন্দীপ রাম**, পিতা- মৃত মদন মোহন রাম দীগরের নিকট হইতে থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- কোদালিয়া, জে.এল. ১২, এল.আর. খং নং ২৭৫, আর.এস. দাগ ৩২৯, এল.আর. ৪৭ দাগে ১০০ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া বিশিষ্ট পাকাছাদ যুক্ত (ছাদের উপরিতল ব্যতীত) দোকানঘর মায় তলস্থ জমির আনুপাতিক অংশ সহ খরিদ করিতেছেন। উক্ত দোকান ঘরটি হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের আয়মা মহল্লার ৪৪/৪২ নং হোল্ডিং ভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে। কোন ব্যক্তি বা সংস্থার যদি এই দোকানঘরের উপর কোন দাবী দাওয়া থাকে তাহা হইলে তিনি অত্র বিজ্ঞপ্তি বাহির হইবার ১৫ দিনের মধ্যে **৮৬৯৭৫১২৮৮৯ বা ৮৭৭৭০৭২১৭৫ নম্বরে** যোগাযোগ করিয়া আপনার/আপনাদের দাবী দাওয়া উপযুক্ত কাগজপত্রাদি সহ পেশ করিবেন। অন্যথায় আমার মক্কেলের উক্ত দোকানঘরটি খরিদের ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকিবে না।
ইতি- **রঞ্জন পাল (এ্যাডভোকেট)**
জেলা জজ আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী রাহুল সিংহরায়**, পিতা ৺তাপস সিংহরায়, সাকিম মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, হাল সাকিম ইমামি সিটি, সি-৮-১২০৪, দমদম, কোলকাতা-৭০০০২৮, মহাশয় বিগত ইং ১১/০২/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-02020/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে **২)শ্রীমত্যা বিশালাক্ষ্মী সিংহরায়**, স্বামী ৺তাপস সিংহরায়, সাকিম মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, হাল সাকিম ইমামি সিটি, সি-৮-১২০৪, দমদম, কোলকাতা-৭০০০২৮, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে **শ্রীমত্যা বিশালাক্ষ্মী সিংহরায়** বিগত ইং ২০/০৬/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-06554/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সুরজিত আদক**, পিতা ৺প্রসাদ আদক, সাকিম আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, **শ্রী সুরজিত আদক** মহাশয় তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই তাহার খরিদা সম্পত্তি হইতে নিম্ন তপশীল বর্ণিত ২৩ শতক সম্পত্তি, বিগত ইং ১৯/০২/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-01394/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী জীবন মুদি**, পিতা গোপাল মুদি, সাকিম মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫) বিক্রয় করিয়াছেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা ধেমুয়া, জে.এল. নং ৪০, সাবেক ৩১৪ তথা হাল এল.আর. ৪৩৩ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৫৬ শতকের মধ্যে ০.০৭১৪ অংশে ১)হাল এল. আর ১৪৬৩ নং খতিয়ান হইতে ১১ শতক এবং ২)হাল এল. আর ১৪৬৪ নং খতিয়ান হইতে, ১২ শতক, একুনে দুইটি খতিয়ান হইতে মোট ২৩ শতক সম্পত্তি অত্র বিক্রয় কোবালা দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি বর্তমান ক্রেতা **শ্রী জীবন মুদি**, পিতা গোপাল মুদি, আমার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছি/করিতেছি, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি-শ্রী জীবন মুদি, ক্রেতা

NOTICE

This is to inform that, my client **Swaraj Kumar Chanda** S/o Late Manik Chandra Chanda, R/o- Vill.+P.O.-Inda, P.S.- KGP (T), Dist.- Paschim Medinipur- 721305, executed General Power of Attorney in respect of **89** Dec. property, vide Deed No IV-100 on 07/05/2018 at A.D.S.R. Kharagpur, in favour of **Atish Gope** S/o Late Jagadish Gope & **Sumit De** S/o Kartik Chandra De in respect of **89** Dec. property, Plot No.- RS & LR-744, Khatian No. RS-126, LR-367, J.L. No.-230, Mouza - Jafala, P.S.- KGP, Dist.- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx **04.50** (02.25+02.25) Dec. area of the said property to **Sk. Muktar Ali** & **Sk. Shakhawat Hossain** S/o **Sk. Fazlu Hossain**, R/o -Jafala, P.O.- Jakpur, P.S.- KGP(L), Dist.- Paschim Medinipur - 721 301, through the Deed No.- I-2592/19 on 12/04/2019 at Kharagpur A.D.S.R. That, if any person have any objection, then he/ she may communicate with me within **30 days** after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.
BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

NOTICE

This is to inform that, my client 1). **Dipak Kumar Bera** 2). **Malay Kumar Bera** 3). **Amar Kumar Bera** 4). **Amiya Kumar Bera** S/o Gour Kishor Bera, R/o -Sirsi, P.O. Changual, P.S.- KGP(L), Dist.- Paschim Medinipur- 721301, executed General Power of Attorney in respect of **24** Dec. property, vide Deed No IV-165 on 22/06/ 2011 at A.D.S.R. Kharagpur, in favour of **Kusha Chanda** S/o late Kartick Chanda in respect of **24** Dec. property, Plot No. RS- 625, LR-2825, 2826 & 2837, Khatian No. RS- 83/1, LR-321, J.L. No.-311, Mouza- Kaushallya, P.S.- KGP(T), Dist.- Paschim Medinipur.
Then said attorney are sold out approx **6.08** Dec. area of the said property to **Biplav Kumar pandit** S/o Khangendra Nath Pandit, R/o- Vill.+P.O. - **Routhmoni**, P.S.- KGP(L), Dist.-Paschim Medinipur, through the Deed No.- I-8200/2011 on 28/ 12/2011 at Kharagpur A.D.S.R. That, if any person have any objection, then he/ she may communicate with me within **30 days** after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.
BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

NOTICE

This is to inform that, my client 1). **Sk. Abdul Rajjak,** 2). **Sk. Urshed,** 3). **Sk. Hasmat,** 4). **Sk. Aymat,** 5). **Sk. Jamshed,** 6). **Sk. Sakhawat,** 7). **Sk. Saizad** & 8). **Sk. Asraf** S/o Lt. Sk. Tamijuddin, R/o -Panchberia, P.O.-Inda, P.S.- KGP(T), Dist.- Paschim Medinipur- 721305, executed General Power of Attorney in respect of **37** Dec. property, vide Deed No IV-4658 on 10/07/2013 at A.D.S.R. Kharagpur, in favour of **Sk. Gulam** S/o Sk. Piyar Ali in respect of **37** Dec. property, Plot No. RS-57, Khatian No. RS- 419/19, J.L. No.-233, Mouza- Panchberia, P.S.- KGP(T), Dist.- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx **5.45** Dec. area of the said property to **Mohammad Mustafa** S/o Late **Mohammad Taslim**, R/o -Panchberia, P.O.-Inda, P.S.- KGP(T), Dist.- Paschim Medinipur- 721305, through the Deed No. I-4668/13 on 10/07/2013 at Kharagpur A.D.S.R. That, if any person have any objection, then he/ she may communicate with me within **30 days** after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law. **BRAJADULAL ADHIKARI**
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬০০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

রাজেশ শর্মার শারীরিক অবস্থার খোঁজে হাসপাতালে ক্রীড়ামন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা পৌঁছে দিলেন ইন্দ্রনীল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অভিনেতা রাজেশ শর্মার অসুস্থতা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই তাঁর পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ হাসপাতালে গিয়ে অভিনেতার সঙ্গে দেখা করেন। চিকিৎসকদের সঙ্গেও কথা বলে তাঁর বর্তমান শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেন তিনি। সামাজিক মাধ্যমে শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন, রাজেশ শর্মাজির দ্রুত আরোগ্য এবং সুস্থতা কামনা করছি। প্রার্থনা করছি তিনি যেন দ্রুত সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, রাজেশ শর্মার শারীরিক অবস্থায় আগের তুলনায় উন্নতি হয়েছে। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে এসেছে এবং অক্সিজেনের মাত্রাও আপাতত স্থিতিশীল। তবে দীর্ঘদিনের ডায়াবেটিসের কারণে সংক্রমণ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে চিকিৎসকরা অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করছেন। জানা গিয়েছে, হায়দরাবাদে 'ফৌজি' ছবির শুটিং চলাকালীন বিষাক্ত মাকড়সার কামড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন অভিনেতা। সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় তাঁকে কলকাতায় এনে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারপর থেকেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। রাজেশ শর্মার শারীরিক অবস্থার উন্নতির খবর প্রকাশ্যে আসতেই স্বস্তি ফিরেছে তাঁর অনুরাগী ও সহকর্মীদের মধ্যে। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছাবার্তা এবং ক্রীড়ামন্ত্রীর হাসপাতাল সফর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অভিনেতার প্রতি সমর্থন ও সহমর্মিতার বার্তাও স্পষ্ট করে দিল।

ভেঙে যাওয়া একাধিক পুরসভায় ছয়মাসের মধ্যে ভোট করাতে হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হতেই তৃণমূলের ভাঙন অব্যাহত। বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজ্যের একাধিক পুরসভায় পুরপ্রধান-সহ কাউন্সিলরেরা পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগের কারণে যেসব পুরসভায় বোর্ড ভেঙে গেছে, পরিষেবা সচল রাখতে আপাতত সেখানে প্রশাসক বসিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার ভাটপাড়া পুরসভার তরফে রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং-সহ দুই বিধায়ক রাজেশ কুমার এবং পবন কুমার সিংকে সংবর্ধিত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, যেখানে পুরবোর্ড ভেঙে গেছে। নিয়ম মাফিক সেখানে ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচন করাতে হবে। আশা করা যাচ্ছে, বোর্ড ভেঙে যাওয়া পুরসভাগুলোতে নভেম্বর-ডিসেম্বরের মধ্যে ভোট হওয়ার কথা আছে। মন্ত্রীর কথায়, প্রশাসক বসিয়ে বেশিদিন পুরসভা চালানো যায় না। এতে পরিষেবা বিঘ্নিত হয়। মন্ত্রী বলেন, আমাদের কাজ, মানুষকে পরিষেবা দেওয়া। দুই বিধায়কের নেতৃত্বে পাঁচজনের কমিটি উন্নয়নমূলক কাজ চালিয়ে যাবে। মন্ত্রীর কথায়, পুরসভা মানে মিনি গভর্মেন্ট। এই মিনি গভর্মেন্টের মাধ্যমে পরিষেবা দিতে হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে তিনি বিএমআরসি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে শীঘ্রই ডায়ালেসিস পরিষেবা চালুর পরামর্শ দিলেন। এদিনের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন জগদ্দল ও ভাটপাড়ার বিধায়ক যথাক্রমে রাজেশ কুমার ও পবন কুমার সিং, পুরসভার তদন্ত কমিটির চেয়ারপার্সন হিমাংশু সরকার, সঞ্জিত সিং, পুর প্রশাসক, এক্সিকিউটিভ অফিসার-সহ আধিকারিকগণ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৫ আসানসোল জেলা হাসপাতালে উদ্বোধন এনআরসি বিভাগ

ডিমের ভয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতির শরণাপন্ন তৃণমূল নেতা ৫

কলকাতা ১১ জুলাই ২০২৬ ২৭ আষাঢ় ১৪৩৩ শনিবার বিংশ বর্ষ ৩১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.07.2026, Vol. 20 Issue No. 31, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপ

আজকের খেলা

নরওয়ে বনাম ইংল্যান্ড
(ভারতীয় সময় রাত ২.৩০)

গতকালের ফলাফল

ফ্রান্স -২ মরক্কো-০

সোম থেকেই চালু গুন্ডাদমন আইন, ঘোষণা হুমায়ুন-গড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: হিংসা অতীত, আইনের শাসনই শেষ কথা, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মুর্শিদাবাদে প্রথম সফরে গিয়ে বার বার এই বার্তাই দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। নাম-না করে বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে ‘সাবধান’ করলেন। আবার নানা সরকারি প্রকল্পে অনিয়ম, ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র দেওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে সরকারি আধিকারিক এবং কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, আগামী সোমবার থেকে রাজ্যে চালু হয়ে যাচ্ছে গুন্ডাদমন আইন। তাঁর কথায়, ‘ট্রেন, বাস জ্বালানো, পুলিশকে মারধর-এ সব এ বার অতীত। নারীসুরক্ষা, পাচার রোধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। মামলার বিচার হবে দ্রুত। সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ানে যা হয়েছে, সে সব আর হবে না। হলেই কড়া ব্যবস্থা।’

শুক্রবার বহরমপুরের রবীন্দ্র সদনে প্রশাসনিক বৈঠকের আগে রেজিনগরের তাকিপুর হাই মাদ্রাসা স্কুল মাঠে জনসভা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। প্রশাসনিক সভা থেকে আইনশৃঙ্খলা ইস্যুতে সরকারের কড়া মনোভাব প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় যাওয়ার আগে শুভেন্দু বলেন, “এখানে কিছু ভাষণবাজি হয়েছে। কিন্তু কোনও বড় ঘটনা হয়নি। কোথাও পুলিশ খারাপ কাজ করলে কিংবা প্রশাসন খারাপ কাজ করলে আমাকে জানান। আমি ব্যবস্থা নেব। থানার সামনে গিয়ে কেউ বলবে, ‘এই করব, ওই করব’, কেউ বলবে, ‘জেলে ৪৭০০ লোকের জায়গা হয়, আমি তার থেকে বেশি লোক নিয়ে যাব’, দয়া করে এই সব ভাষণবাজি আর করবেন না।” শুভেন্দুর এই মন্তব্য যে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক হুমায়ুনের সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রেক্ষিতে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

বিপুল সংখ্যক সমর্থকদের সামনে সুর চড়িয়ে বলেন, ‘আমি মমতা ব্যানার্জির মতো কাপুরুষ নই। যা বলি তাই করি। নন্দীগ্রামে আমাকে উনি হারাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পারেননি। ২০২৬ এ আমি ভবানিপুরে ওনার গড়েই ওনাকে হারিয়েছি। নন্দীগ্রাম আমার উপর ছেড়ে দিন। রেজিনগরটা কী আমাকে দেবেন! আমরা ২০৭ আছি। নন্দীগামে জিতে ২০৮ হব। আপনারা রেজিনগর দিলে ২০৯ হব। যা চাইবেন তাই দেব।’ শুভেন্দুর আশ্বাসে জনসভা থেকে সমর্থকদের কোরাস আছড়ে পড়ে, দেব দেব।

শুক্রবার প্রথম জেলা সফরে এসে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মিলিয়ে চারটি কর্মসূচিতে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বেলা আড়াইটে নাগাদ প্রথম বহরমপুরের শিল্পতালুকের এক হোটেলে সাংগঠনিক সভা করেন। সেখানে জেলার সমস্ত বিধায়ক ও সাংগঠনিক কর্মীরা হাজির ছিলেন। পরে বহরমপুর রবীন্দ্র সদনে একটি প্রশাসনিক বৈঠক করে। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সামনে মালদহ, মুর্শিদাবাদের নদী ভাঙন রোধ, জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবা-সহ একাধিক উন্নয়নের বার্তা দেন। এরপর বহরমপুর পুলিশ লাইনে একটি অত্যাধুনিক কন্ট্রোল রুমের সূচনা করেন। রেজিনগরের তকিপুর স্কুল মাঠে শুভেন্দু অধিকারীর জনসভার সময় বিকেল চারটে হলেও সেই সভা শুরু হয় প্রায় দু’ঘন্টা দেরিতে। দেরিতে সভা হলেও দলীয় সমর্থকরা কেউ জায়গা ছাড়েননি।

আগামী দু’মাসের মধ্যে রেজিনগরে উপনির্বাচন হওয়ার কথা। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসায় রেজিনগর আসন এখন গেরুয়া শিবিরের কাছে পাখির চোখ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘রেজিনগর জিতলে পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরাব। আবাস দেব, আয়ুষ্মান দেব। যারা আয়ুষ্মান পাবেন না তঁদের মুখ্যমন্ত্রীর পাঁচ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবিমা দেব।’ হুমায়ুন কবীরকে আক্রমণের নিশানায় এনে বলেন, ‘শক্তিপুরে সভা করতে এসেছিলাম। আমার মাইক খোলা হয়েছিল। মাঠ দেয়নি। হাইকোর্টের নির্দেশে রেলের মাঠে সভা করতে হয়েছে। আমাকে লিখে রাখতে হয়না। সব মনে আছে। অগস্ট মাসে শক্তিপুর আসব। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কাপুরুষ নয়। কড়াই গন্ডায় বুঝিয়ে দিয়ে যাব।’

সাধারণ মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘উনি জিতলে ধমকাবে, চমকাবে, একটা কমিউনিটির কথা বলবে। মন্দির মসজিদ দিয়ে আস্ফালন করবেন, ঝগড়া করবেন। সমঝদারের কাছে ইশারায় কাফি।

মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা

■ **রাজ্যবাসীর স্বাস্থ্যবিমা নিয়ে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানালেন, যাঁরা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না, তাঁদের মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমার আওতায় সুবিধা দেওয়া হবে। শুক্রবার রেজিনগরে জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর ঘোষণা, ‘আয়ুষ্মান ভারত যাঁরা পাবেন না, তাঁরা পাবেন মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা। এই প্রকল্পে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমার সুবিধা পাওয়া যাবে।’ আয়ুষ্মানের মতো সংশ্লিষ্ট বিমার সুবিধাও সারা ভারতে যে কোনও হাসপাতালে চিকিৎসার সময় মিলবে বলে জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘এই কার্ডের সুবিধা শুধুমাত্র এ রাজ্যে নয়, সারা ভারতে যাতে পায়, সে ব্যাপারে নিশ্চিত করবে রাজ্য সরকার।’**

আজ ফের বারুইপুরে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বারুইপুরের নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা এখনও পুরোপুরি কাটেনি। এই পরিস্থিতিতে এলাকায় আইনশৃঙ্খলার উপর জোর দিতে একাধিক পদক্ষেপ করছে প্রশাসন। আজ সকালে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বারুইপুরে গিয়ে নিহত ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন। পাশাপাশি নির্যাতিতার বাড়িতেও তাঁর যাওয়ার কথা রয়েছে। পরে সূর্যপুরে নবগঠিত পুলিশ আউটপোস্টের উদ্বোধন করবেন তিনি।

> **মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বারুইপুরে নিহত ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন।**

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, গণপিটুনিতে নিহত ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাঁর বাড়ির সামনে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। সেখানে পুলিশ পিকেটও মোতায়েন করা হচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়।

শুক্রবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান প্রেসিডেন্সি রেঞ্জের আইজি কঙ্করপ্রসাদ বারুই। নতুন পুলিশ আউটপোস্টের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখে তিনি বলেন, ‘কাজ কতদূর এগিয়েছে, সেটাই দেখতে এসেছি। নিচের তলায় অফিস, ওসি ও তদন্তকারী অফিসারদের ঘর থাকবে। উপরের তলায় পুলিশ কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।’ পরে তিনি নিহতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেন।

কণ্ঠ-নমুনা না দিলে রক্ষাকবচ প্রত্যাহার

অভিষেককে হুঁশিয়ারি আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদালত বারবার কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এমনকী রক্ষাকবচও দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তারপরও আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে নমুনা দিতে যাননি ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। এবার কলকাতা হাইকোর্টের কড়া নির্দেশ, নমুনা দিতে যেতেই হবে অভিষেককে। পাশাপাশি আদালত এ প্রশ্নও তোলে, কোন ক্ষমতাবলে গত ৮ জুলাই হাজিরা এড়ালেন অভিষেক তা নিয়ে। সঙ্গে বিচারপতি এও জানতে চান, কেনই বা আবার গেলেন আদালতে সে ব্যাপারেও।

এদিকে ডিজে মন্তব্য নিয়ে অভিষেকের বিরুদ্ধে যে মামলা হয়েছিল, তাতে তদন্তের স্বার্থে যে কণ্ঠস্বরের নমুনা চাওয়া হয়েছে সিআইডি-র তরফ থেকে সে ব্যাপারে বারবার দিন নির্দিষ্ট করা হলেও হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন অভিষেক। তাঁর বক্তব্য, ওই মন্তব্য যে তিনি করেছেন, তা কোথাও অস্বীকার করেননি তিনি। আর এখানেই অভিষেকের প্রশ্ন, সে ক্ষেত্রে কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে হবে কেন? এদিকে আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, তদন্তকারী সংস্থা অর্থাৎ সিআইডি-কে সাহায্য করতেই হবে অভিষেককে।

শুক্রবার হাইকোর্টে সেই মামলা আদালতে উঠলে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, ‘আপনাকে ভয়েস স্যাম্পেল দিতেই হবে। না হলে আমি নিজেই অর্ডার রি কল করব। আপনারা আদালতকে অ্যাবিউজ করছেন। যেটা হচ্ছে, সেটা ঠিক হচ্ছে না।’ এরপরই রীতিমতো ভর্ৎসনার সুরে বিচারপতি বলেন, ‘আপনি ভয়েস দিন। ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশ দেওয়ার পরেও যাননি কেন? কোনও মামলাই শুনব না। সম্পূর্ণ প্রোটেকশন দেওয়া হয়েছিল। আপনি মামলা তুলে নিন।’

এরপরেও অভিষেকের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য এদিন আদালতে জানান, ভয়েস যে আমার, তা অস্বীকার করা হয়নি।

কণ্ঠস্বর দেব না, সেটাও বলা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে কেন দিতে হবে। কারণ কণ্ঠস্বরের যে অন্য কারও সেটা বলা হয়নি। এ ব্যাপারে কখনও গোপন করা হয়নি কিছু। এরপরই মামলাকারীকে রক্ষাকবচের আর্জি জানান তিনি। তবে কোনও যুক্তিই শুনতে রাজি হননি বিচারপতি ভট্টাচার্য। বিচারপতি স্পষ্ট বলেন, ‘আপনি বাধ্য তদন্তকারী সংস্থাকে সাহায্য করতে।’ পাশাপাশি বিচারপতি এও জানান, আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নমুনা দিতে যেতে হবে না, এ কথা বলা হয়নি। আগামী ১৫ জুলাই দুপুর ১২টায় কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে যেতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের এই পর্যবেক্ষণের পর অভিষেকের আইনজীবী জানান, তাঁর মক্কেল আগামী ১৫ জুলাই দুপুর ১২টায় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হয়ে কণ্ঠস্বরের নমুনা দেবেন। তবে সেই সময়ে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করারও আবেদন জানানো হয়। বিশেষ করে, যাতে কেউ তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম না ছোড়ে, সেই বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়।

আরও ১২

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ে ফের বড় সমস্যায় কালীঘাট তৃণমূল। সূত্রে খবর, তদন্তের স্বার্থে এবার আরও ১২টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করল পুলিশ। মূলত সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগ তুলে ঋতব্রত শিবিরের এক তৃণমূল বিধায়ক পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তাঁর সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই প্রথমে ৩টি এবং এবার নতুন করে আরও ১২টি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে।

ডিসেম্বরেই বাংলাদেশে আত্মসমর্পণ হাসিনার

ঢাকা, ১০ জুলাই: ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই বাংলাদেশে ফিরবেন, জানিয়ে দিলেন সে দেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত দু’বছর ধরে তিনি ভারতে আশ্রিত। বাংলাদেশের জুলাই আন্দোলনে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আদালত। একাধিক বার হাসিনাকে ফেরত চেয়ে ঢাকার তরফে চিঠি দেওয়া হয়েছে দিল্লিতে। এ বার হাসিনা জানিয়ে দিলেন, তিনি নিজেই ফিরতে চান। আদালতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করার পরিকল্পনা রয়েছে আওয়ামী লীগ নেত্রীর। সঙ্গে দলের অন্যান্য পলাতক নেতাদেরও নিয়ে যাবেন তিনি। সংবাদসংস্থা রয়টার্সকে একটি সাক্ষাৎকারে এ কথা জানিয়েছেন হাসিনা।

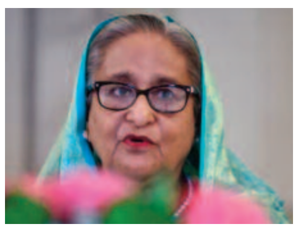

২০২৪ সালের অগস্টে গণরোষের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়তে বাধ্য হন হাসিনা। দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে এসেছিলেন তিনি। সেই থেকে দিল্লির একটি গোপন আস্তানায় রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর দলের আরও অনেক নেতাই দেশ ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। হাসিনা জানিয়েছেন, সেই নেতাদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর কথা হয়েছে। তাঁরা একসঙ্গে স্বেচ্ছায় দেশে ফিরতে চান এবং আদালতে আত্মসমর্পণ করতে চান। দেশের বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা রয়েছে, জানিয়েছেন হাসিনা। গত বৃহস্পতিবার রাতে রয়টার্সকে টেলিফোনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হাসিনা বলেছেন, ‘আমি ফিরলেই ওরা হয়তো আমাকে গ্রেপ্তার করবে, মেরেও ফেলতে পারে। তবু আমাকে যেতে হবে। কারণ, আমার দলের নেতা-কর্মীরা সেখানে প্রবল দমনপীড়নের শিকার হচ্ছেন।’

শান্তনুর বিরুদ্ধে প্রথম চার্জশিট

নিজস্ব প্রতিবেদন: জমি দখল থেকে আর্থিক দুর্নীতি- যার পরিমাণ অন্তত ৩ কোটি। তদন্তের পর এই মর্মে কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডিসিপি শান্তনু সিন্‌হা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রথম সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ইডি সূত্রে খবর, ১১৪ পাতার মূল চার্জশিটে রয়েছে ২৬ জন সাক্ষীর বয়ান। তাতে তদন্তকারীরা উল্লেখ করেছেন, এখনও পর্যন্ত বেআইনিভাবে তিন কোটি টাকা আত্মসাতের হিসেব পাওয়া গিয়েছে শান্তনুর বিরুদ্ধে। তবে এই অঙ্কটা আরও বেশি হবে বলেই মনে করছেন ইডি আধিকারিকরা। আর সেই কারণেই চলছে তদন্তও। সূত্রের খবর, নির্মাণকারী, পুলিশ ও দুষ্কৃতীদের সিন্ডিকেট সমন্বয়ে জমি দখল ও বেআইনি কার্যকলাপ চালিয়ে গিয়েছেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশকর্তা। এছাড়া তাঁর আয়-ব্যয়ের মধ্যে সঙ্গতি নেই বলেও উল্লেখ করা হয়েছে চার্জশিটে।

গত মে মাসে কসবার ‘ত্রাস’ সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে তদন্ত করতে নেমে ইডির নজরে আসেন কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডিসিপি শান্তনু সিনহা বিশ্বাস ও তাঁর বিপুল বেআইনি সম্পত্তি।

তদন্তে জানা যায়, কলকাতা ছাড়াও একাধিক জেলায় নিজের প্রভাব খাটিয়ে বেআইনিভাবে জমি দখল করে বড়সড় সিন্ডিকেট চালিয়েছেন শান্তনু। তাঁর প্রশ্রয়েই নির্ভয়ে দখলদারি চালিয়ে গিয়েছে সোনা পাপ্পুর মতো সমাজবিরোধীরা। এছাড়া জয় কামদার নামে আরও এক ব্যবসায়ীর নামও উঠে আসে। এদিকে তদন্তকারীরা এও জানতে পারেন, শান্তনু ও জয় কামদার মিলিতভাবে জেলায় জেলায় জমি দখল করে রিয়াল এস্টেটের ব্যবসা শুরু করছিল। শান্তিনিকেতনে সেই আবাসনের হদিশও মেলে। এসব প্রমাণ হাতে পেয়ে শান্তনুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি। প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি সহযোগিতা করেননি, এই অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় শান্তনু সিন্‌হা বিশ্বাসকে।

মেসির পায়ে সুইস ব্যাঙ্কের চাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ঘিরে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার সামনে এবার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে সুইজারল্যান্ড। ম্যাচের আগেই সুইস শিবির থেকে স্পষ্ট বার্তা- লিওনেল মেসিদের হারানো অসম্ভব নয়। সুইজারল্যান্ডের প্রধান কোচ মুরাত ইয়াকিন মনে করছেন, সাম্প্রতিক ম্যাচগুলোতে আর্জেন্টিনা কিছু দুর্বলতা প্রকাশ করেছে। তাঁর মতে, শেষ দু’টি নকআউট ম্যাচে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের খেলায় যে ওঠানামা দেখা গিয়েছে, তা প্রতিপক্ষের জন্য আশার আলো জাগায়। বিশেষ করে দীর্ঘ সময় ধরে চাপের মুখে পড়া এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের মধ্যে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট হয়েছে বলেই মনে করছেন তিনি।

কেপ ভার্দের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত লড়াই করতে হয়েছে আর্জেন্টিনাকে। এরপর মিশরের বিপক্ষে তো আরও কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। ম্যাচের অধিকাংশ সময় পিছিয়ে থেকেও শেষ মুহূর্তে অসাধারণ প্রত্যাবর্তন ঘটিয়ে জয় তুলে নেয় স্ক্যালোনির দল। সেই লড়াকু মানসিকতা যেমন আর্জেন্টিনার শক্তি, তেমনই দীর্ঘ

সময় ধরে চাপ সামলাতে গিয়ে তাদের দুর্বলতাও প্রকাশ পেয়েছে। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় ইয়াকিন জানান, তাঁর দল আর্জেন্টিনাকে যথেষ্ট সম্মান করলেও ভয় পাচ্ছে না। তিনি বিশ্বাস করেন, কৌশলগতভাবে সঠিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারলে সুইজারল্যান্ড বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের সমস্যায় ফেলতে সক্ষম হবে।

তাঁর মতে, ছোট দেশের জন্য বিশ্বকাপের শেষ আটে খেলা নিজেই এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত এবং এই সুযোগকে কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর তাঁর শিষ্যরা। দলের মিডফিল্ডার জিব্রিল সোওও একই আত্মবিশ্বাসের কথা শোনান। তিনি বলেন, বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিটের বিরুদ্ধে খেলা নিঃসন্দেহে কঠিন, তবে অসম্ভব নয়।

আজ ইংল্যান্ডের মিশন হালান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের এবারের আসরে নরওয়ের সবচেয়ে বড় ভরসা আর্লিং হালান্ড। তাঁর অসাধারণ পারফরম্যান্সেই চমক দেখিয়ে শেষ চারে ওঠার স্বপ্ন দেখছে নরওয়ে। শনিবার মায়ামিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে আবারও হালান্ডের দিকেই তাকিয়ে থাকবে গোটা দেশ। এ পর্যন্ত বিশ্বকাপে নরওয়ে ১২টি গোল করেছে। এর মধ্যে সাতটিই হালান্ডের পা থেকে এসেছে। অর্থাৎ দলের মোট গোলের প্রায় ৬০ শতাংশই তাঁর অবদান। আন্তর্জাতিক ফুটবলে তিনি গড়ে প্রতি ৭১ মিনিটে একটি করে গোল করছেন। এই পরিসংখ্যানই বোঝায়, তাঁকে থামানো কতটা কঠিন। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে শেষ ষোলোর ম্যাচে হালান্ড নিজের শক্তি ও দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। শক্তিশালী ডিফেন্ডারদের সঙ্গে লড়াই করে

তিনি গোল করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে তাঁকে শুধুমাত্র শারীরিক শক্তি দিয়ে আটকে রাখা যায় না। ভালো পাস পেলে তিনি বিশ্বের সেরা রক্ষণভাগকেও বিপদে ফেলতে পারেন।

হালান্ডের সবচেয়ে বড় সহায়ক অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড। মাঝমাঠ থেকে তাঁর নিখুঁত পাসই বারবার হালান্ডকে গোলের সুযোগ তৈরি করে দেয়। তাই ইংল্যান্ডের মিডফিল্ডার ডেকলান রাইস ও এলিয়ট অ্যান্ডারসনের প্রধান কাজ হবে ওডেগার্ডের পাসের রাস্তা বন্ধ করা। বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত ওডেগার্ডই সবচেয়ে বেশি, মোট ১২টি পাস দিয়েছেন হালান্ডকে। টুর্নামেন্টে তাঁর তিনটি অ্যাসিস্টও রয়েছে। উইঙ্গার আন্দ্রেয়াস শেলদেরুপও হালান্ডের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

সম্পাদকীয়

বাড়ছে পড়ুয়ার সংখ্যা, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় ফিরছে আস্থা, স্বস্তি অধ্যাপকমহলে

সম্প্রতি দুটি খবরে সংবাদমাধ্যমে সেভাবে আলোচনা না হলেও স্বস্তি ফিরেছে রাজ্যের শিক্ষামহলে। একটি হল ডবলুবিজেইই বা রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্সের প্রথম পর্বের কাউন্সেলিংয়ে সমস্ত আসনই পূর্ণ হয়েছে। এর পাশাপাশি চলতি শিক্ষাবর্ষে স্নাতকস্তরে ভর্তির সংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই দুই খবর সামনে আসতেই ফের চাঙ্গা রাজ্যের শিক্ষক থেকে অধ্যাপকমহল। দায়িত্ব নিয়ে তৃণমূল আমলে দুর্নীতিতে জর্জরিত রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে টেনে তোলার চেষ্টা করছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। আর এই খবরে সন্তোষ প্রকাশ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টও করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তার পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীও সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, এই প্রবণতা ইতিবাচক। বিশেষজ্ঞদের আশা, এই বছর যা পরিস্থিতি তাতে, আগামী বছর স্নাতকস্তরে ভর্তির হার আরও বাড়বে। আগামী ৫ বছরে বাংলার শিক্ষার গরিমা ফেরানোর প্রত্যাশা নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা কাজ করছে। তবে আক্ষেপের জায়গাটা হল, গত ১৫ বছর বাংলার শিক্ষাক্ষেত্র দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজ্যের মেধা বাইরে চলে গিয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে সরকারি, বেসরকারি উদ্যোগে এবং সমাজের সার্বিক যোগদানে রাজ্যের হারিয়ে যাওয়া শিক্ষার গরিমা পুনরুদ্ধার হবে বলেই এখন সকলের প্রত্যাশা। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্যের মন্ত্রিসভা সেই কাজই করছে। তথ্য বলছে, স্নাতকে প্রায় ২০ শতাংশ সার্বিক এবং ২৭ শতাংশ ছাত্রীদের ভর্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এই শিক্ষাবর্ষে। এই ইতিবাচক ছবিটাই সামনে আসতেই স্বাভাবিক ভাবে ফের চর্চা শুরু হয়েছে। মন্ত্রী থেকে শিক্ষক, অধ্যাপক সবারই আশা আগামী বছরে এই চিত্র আরও উজ্জ্বল হবে। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা ফিরে আসবে। একই সঙ্গে কেন্দ্রের পিএম সেতু প্রকল্প নিয়ে অপপ্রচারের মোকাবিলায় কড়া মনোভাব নিয়েছে সরকার। বিরোধীদের একাংশ সরকারি আইটিআইগুলি নিয়ে নানা অভিযোগ তুলছে। কিন্তু বাংলার মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই তাদের কথার আর কোনও মূল্যই নেই। দেশের ১ হাজার আইটিআইয়ের উন্নয়নের জন্যই এই প্রকল্প, সেটা মানুষই বুঝতে পারছে।

শব্দছক ২১৪

রবি দাস

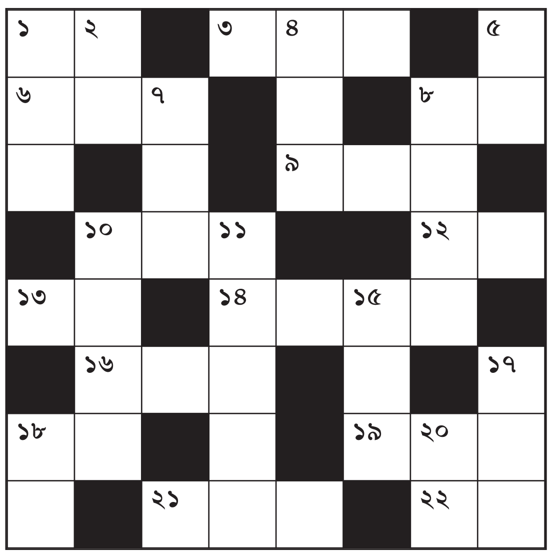

পাশাপাশি: ১. গণ্ডমূর্খ ৩. বিগত ৬. গরুর চোখের মত ছিদ্রপথ ৮. সম্মান ৯. রক্ত-রঙা ১০. সাত তারের সমাহার (সঙ্গীত-যন্ত্র) ১২. দানকারী ১৩. শত্রু ১৪. বিভক্তিকরণ ১৬. ভালো কাজের জন্য সম্মান-স্বীকৃতি ১৮. মূল্যায়ন ১৯. ক্ষৌরকার ২১. নিবৃত্ত ২২. হস্ত

ওপর-নিচ: ১. আকাশ ২. পিতা ৪. ব্যাধ ৫. সৈনিক ৭. শক্তি ৮. শ্রম দেওয়া ১০. জাতকের গল্পে সেরিবা ছাড়াও অপর চরিত্র ১১. রবিবারের মজলিস বা আসর ১৫. পরিকল্পনা ১৭. চেহারা ১৮. মাতুল ২০. কোকিল

সমাধান ২১৩ — পাশাপাশি: ১. গোবরাট ৪. ধবল ৬. পান ৭. নগন্য ৮. পাক ৯. পট ১০. কবিতা ১২. আগোছ ১৪. তালব্য ১৫. চন্দন ১৭. ঘুন ১৮. ভার ১৯. অভাব ২০. বঙ্কু ২১. মগজ ২২ নান্দীকার

ওপর-নিচ: ১. গোপালক ২. বন ৩. টনক ৪. ধন্য ৫ লম্পট ৮. পাতাল ৯. পছন্দ ১১. বিতান ১৩. গোচর ১৬. নবাঙ্কুর ১৭. খুরম ১৮. ভাবনা ১৯. অজ ২০. বকা

আজকের দিন

- **১৭৯৯** — ফরাসি সৈন্যদের দ্বারা মিশরে রোজেটা স্টোন আবিষ্কৃত হয়।
- **১৮০৪** — নিউ জার্সিতে এক মর্মান্তিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে মার্কিন উপরাষ্ট্রপতির অর্থসচিবের গুলিতে মৃত্যু হয়।
- **২০০৬** — মুম্বাইয়ে রেললাইনে ধারাবাহিক বোমা হামলায় ২০০ জনেরও বেশি নিহত এবং ৭০০ জন আহত হন।

জন্মদিন

১৯৪২ *বিশিষ্ট বামপন্থী রাজনীতিবিদ বাসুদেব আচার্যর জন্মদিন।*
১৯৫৩ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুরেশ প্রভুর জন্মদিন।*
১৯৬০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা কুমার গৌরবের জন্মদিন।*

সুরেশ প্রভু

দেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনায় স্বামী বিবেকানন্দ

বেবি চক্রবর্তী

দেশপ্রেম কেবল জন্মভূমির প্রতি আবেগ বা ভালোবাসার নাম নয়; এটি জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নের প্রতি দায়িত্ববোধের এক মহৎ প্রকাশ। যে জাতির মানুষ নিজের দেশকে ভালোবাসে, সেই জাতিই উন্নতি, আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে পারে। ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসে দেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেরণাদাতাদের অন্যতম হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি এমন এক দেশপ্রেমের শিক্ষা দিয়েছিলেন, যা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ নয়; বরং আত্মবিশ্বাস, মানবপ্রেম, আত্মত্যাগ এবং কর্মের মাধ্যমে জাতিকে জাগিয়ে তোলার এক মহান আদর্শ।

স্বামী বিবেকানন্দের দেশপ্রেম ছিল গভীর আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত। তিনি বিশ্বাস করতেন, যে জাতি নিজের শক্তিকে চিনতে পারে না, সে কখনো বিশ্বসভায় মর্যাদার আসন লাভ করতে পারে না। তাই তিনি ভারতবাসীকে তাদের অতীত গৌরব স্মরণ করিয়ে আত্মবিশ্বাসী হতে এবং কর্মের মাধ্যমে দেশকে পুনর্গঠনের আহ্বান জানান।

স্বামী বিবেকানন্দের দেশপ্রেমের মূল ভিত্তি ছিল মানুষের প্রতি ভালোবাসা। তাঁর মতে, দেশের প্রকৃত পরিচয় কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা নয়, বরং দেশের মানুষ। তিনি বলেছিলেন, ক্ষ্মযে দরিদ্র, যে অসহায়, যে অবহেলিত, তাদের মধ্যেই ঈশ্বরের বাস।ক্ষ্ম তাই মানুষের সেবা করাই প্রকৃত দেশসেবা।

তিনি ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও সামাজিক বৈষম্য তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেন যে, দেশের উন্নয়ন সম্ভব হবে তখনই, যখন সাধারণ মানুষ শিক্ষিত, আত্মনির্ভর ও আত্মমর্যাদাবান হবে। তাঁর দেশপ্রেম ছিল বাস্তবমুখী এবং কর্মনির্ভর।

স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম প্রধান অবদান ছিল ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় আত্মপরিচয় ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা।ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতীয়দের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দিয়েছিল। বিদেশি শাসকেরা ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুচ্ছ করে মানুষের মনে হীনমন্যতা সৃষ্টি করেছিল।

এই সময় স্বামী বিবেকানন্দ দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে ভারত এক মহান সভ্যতার উত্তরাধিকারী। তিনি বেদ, উপনিষদ, গীতা এবং ভারতীয় দর্শনের মহত্ত্ব বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন। তাঁর বক্তৃতা ভারতীয়দের মনে নতুন আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে। তিনি বলতেন, ক্ষ্মনিজের ওপর বিশ্বাস রাখো। যে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখে না, সে-ই প্রকৃত নাস্তিক।ক্ষ্ম

এই আত্মবিশ্বাসই ছিল জাতীয় চেতনার মূল শক্তি। তিনি চেয়েছিলেন, ভারতবাসী নিজেদের দুর্বল মনে না করে নিজেদের অসীম সম্ভাবনার ওপর আস্থা রাখুন।

১৮৯৩ সালে শিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক বক্তৃতা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি বিশ্বের সামনে ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং মানবতার মহান আদর্শ তুলে ধরেন। তাঁর বক্তৃতা শুধু পাশ্চাত্য বিশ্বকেই মুগ্ধ করেনি, ভারতীয়দের মধ্যেও জাতীয় গৌরব ও আত্মমর্যাদার নতুন সঞ্চার ঘটিয়েছিল।

তাঁর সাফল্য প্রমাণ করে যে ভারত কেবল অতীতের গৌরবময় দেশ নয়; বর্তমানেও বিশ্বের কাছে পথপ্রদর্শক হতে পারে। তাঁর এই সাফল্য বহু তরুণের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয় চেতনার আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন, একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার যুবসমাজের ওপর। তাই তিনি তরুণদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'উঠো, জাগো এবং লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত থেমো না।'

তিনি যুবকদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শক্তি বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে, দুর্বল ব্যক্তি কখনো দেশ গঠন করতে পারে না। তিনি বলতেন, শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। তাঁর এই আহ্বান শুধু ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য নয়; জাতীয় পুনর্জাগরণের জন্যও ছিল অপরিহার্য।

তিনি চেয়েছিলেন, তরুণরা আত্মনির্ভর হবে, সৎ হবে, চরিত্রবান হবে এবং দেশের কল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ করবে।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে, শিক্ষা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ। তিনি এমন শিক্ষার কথা বলেছিলেন, যা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী, কর্মক্ষম এবং চরিত্রবান করে তোলে।

তিনি বিশ্বাস করতেন, অশিক্ষিত জাতি কখনো উন্নতি করতে পারে না। তাই দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার ওপর তিনি গুরুত্ব দেন। তাঁর শিক্ষাদর্শ ছিল মানবিক, ব্যবহারিক এবং চরিত্রগঠনমূলক।

তিনি বলতেন, এমন শিক্ষা চাই যা মানুষের মধ্যে সাহস, আত্মবিশ্বাস, মানবিকতা এবং দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করবে। এই শিক্ষাই জাতীয় চেতনাকে শক্তিশালী করে তুলবে।

স্বামী বিবেকানন্দের দেশপ্রেমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল দরিদ্র মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি। তিনি ক্ষ্মদরিদ্র নারায়ণক্ষ্ম ধারণার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে দরিদ্র মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা।

তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশের প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব হবে, যখন সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা মানুষ উন্নতির সুযোগ পাবে। ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে ধর্মের উপদেশ নয়, প্রথমে খাদ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান পৌঁছে দেওয়াই প্রকৃত মানবধর্ম।এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর দেশপ্রেমকে অনন্য উচ্চতায় উন্নীত করেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মকে কখনো বিভেদের কারণ হিসেবে দেখেননি। তাঁর মতে, সকল ধর্মের মূল শিক্ষা মানবপ্রেম, সত্য, সহিষ্ণুতা ও সেবা। তিনি ধর্মীয় সম্প্রীতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

তিনি এমন একটি ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে নানা ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি আজও জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন, নারীর উন্নয়ন ছাড়া জাতির উন্নয়ন অসম্ভব। তিনি নারীশিক্ষা, আত্মসম্মান এবং আত্মনির্ভরতার ওপর জোর দেন।

তিনি বলেছিলেন, যে সমাজ নারীদের সম্মান করে না, সেই সমাজ কখনো উন্নতি করতে পারে না। তাই নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণের মাধ্যমেই জাতীয় পুনর্গঠন সম্ভব।

স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর প্রভাব

স্বামী বিবেকানন্দ সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও তাঁর চিন্তা ও আদর্শ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু নেতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর বক্তৃতা ও লেখনী অসংখ্য তরুণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

তাঁর আদর্শ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ভারতবাসীকে আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা এবং আত্মত্যাগের শিক্ষা দিয়েছিলেন, যা স্বাধীনতার সংগ্রামে শক্তিশালী প্রেরণা হিসেবে কাজ করে।

আজকের বিশ্বায়নের যুগে দেশপ্রেমের অর্থ শুধু আবেগ প্রকাশ নয়; বরং সততা, সামাজিক দায়িত্ব, পরিবেশ রক্ষা, বিজ্ঞানমনস্কতা, শিক্ষার প্রসার এবং মানবকল্যাণে কাজ করা। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ আমাদের শেখায় যে প্রকৃত দেশপ্রেম মানে নিজের কর্মক্ষেত্রে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা এবং সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখা।

বর্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িক বিভাজন, নৈতিক অবক্ষয়, বেকারত্ব, সামাজিক বৈষম্য এবং মূল্যবোধের সংকটের মধ্যে তাঁর শিক্ষা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন;ঐক্য, আত্মবিশ্বাস, পরিশ্রম, মানবসেবা এবং চরিত্রগঠনই জাতীয় উন্নয়নের প্রধান ভিত্তি।

স্বামী বিবেকানন্দের দেশপ্রেম ছিল গভীর মানবপ্রেম, আত্মমর্যাদা, আত্মবিশ্বাস এবং কর্মযোগের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ভারতবাসীকে শিখিয়েছিলেন যে দেশের উন্নয়ন কেবল সরকারের দায়িত্ব নয়; প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয় তখনই, যখন মানুষ নিজের সংস্কৃতিকে সম্মান করে, দেশের মানুষের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে মনে করে এবং দেশের উন্নয়নের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে। আজও তাঁর বাণী আমাদের পথ দেখায়; একটি শক্তিশালী, শিক্ষিত, মানবিক এবং ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তুলতে। তাঁর দেশপ্রেম কোনো সংকীর্ণতার শিক্ষা দেয় না; বরং বিশ্বমানবতার আদর্শকে ধারণ করে নিজের দেশকে ভালোবাসার শিক্ষা দেয়। তাই স্বামী বিবেকানন্দ কেবল একজন সন্ন্যাসী নন; তিনি জাতীয় জাগরণের এক অমর প্রেরণার উৎস। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেই আমরা দেশপ্রেমকে বাস্তব কর্মে রূপান্তরিত করতে পারি এবং একটি উন্নত, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক সমাজ গঠনের পথে এগিয়ে যেতে পারি।

ভালো লাগছে না নাগরিক হিসাবে

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

না, সত্যি ভালো লাগছে না। নাগরিক হিসেবে মোটেই ভালো লাগছে না। টিভির পর্দায় সব সময় আজ এ অ্যারেস্ট তো কাল ও অ্যারেস্ট — এই সমস্ত দেখতে কেমন যেন নিজের মনেই একটা বীভৎস অশান্তি তৈরি হচ্ছে। আমরা কোন জায়গায় বসবাস করছিলাম এতদিন? এত খারাপ সংস্কৃতির মধ্যে আমরা বেড়ে উঠছিলাম! এত এত এত খারাপ দুর্গন্ধময় অপসংস্কৃতির মধ্যে আমরা বেড়ে উঠছিলাম! অদ্ভুত ব্যাপার! এটাকেই আমরা বহু কাল ধরে জিইয়ে রেখেছিলাম। বাড়তে দিয়েছিলাম। প্রশ্রয় দিচ্ছিলাম। এবং তার মধ্যে থেকে কেউ কেউ শান্তির বাতাবরণ খুঁজে পাচ্ছিলাম! হ্যাঁ, এক রানী — তার কত কাহিনী। জানি না কি সৎ ছিলেন রানী! জানিনা কি পবিত্র ছিলেন! জানিনা কি সততার প্রতীক ছিলেন রানী! আমাদের সবারই কমবেশি সততারই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো রানী কাহিনী পাল্টাতে থাকলো। যখন রানীর হাতে সমস্ত ক্ষমতা ছিল তখন অনেকটা শাসন ছিল। কিন্তু না, পরবর্তীকালে রানী নিজেই উত্তরাধিকার কে প্রাধান্য দিতে গিয়ে এমন এক ঘেরাটোপের মধ্যে পড়ে গেলেন যে সততার সমস্ত ডেফিনেশন ক্রমশ বিবর্ণ হতে লাগলো। এই বিবর্ণতা'র দশা আমরা কমবেশি সকলেই জানতাম। কিন্তু এতটা জানতাম না। আভাস আমরা অনেক আগেই পেয়েছিলাম। কিন্তু নাগাল পাচ্ছি এখন! ভয় লাগছে এখন চলমান দেখে। শিশু বুঝছে না কিছুতেই, নতুন প্রজন্ম কেউ আর আসতে চাইছে না সরাসরি পলিটিক্সে।

তবে না হয় চলুন খোলাখুলি বলি। কারণ খোলাখুলি ভাবে দেখা আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন আমরা রাজনীতির খোলা মুখোশ দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি যা ছিল আগে মুখ, আড়ালে যা ধরা পড়ছে আসলে তা মস্ত মুখোশ। সেই গানটার কথা মনে পড়ছে, 'তোমাদের কোনটা আসল কোনটা নকল/ তোমাদের সবকিছুতেই জবরদখল।...' ওখানে পাসপেক্ট আলাদা ছিল। অর্থাৎ কেন্দ্রবিন্দুতে নারী ছিল। সেখানে সিংহ দুয়ারের কথা ছিল। যেটা তাদের পৃথিবী। এর বাইরে তাদের কোন আইডিয়া ছিল না। কিন্তু না, কাহিনির অনেকটা সামঞ্জস্য ও আছে। হ্যাঁ, সামঞ্জস্য এখানেই যে তৃণমূল দল এর পেছনে সর্বময় মুখ ছিলেন একজন নারী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যার নাম। আজ তৃণ আলাদা ও মূল আলাদা। আসলে যারা সবটাই ছিন্নমূল এ পরিণত হয়েছে। ক্রমশ দেখা যাচ্ছে দিনের পর দিন ধরে তারা যেভাবে নির্যাতন, অত্যাচার, দুর্নীতি, তোলাবাজি খুন রাহাজানি, ছিনতাই, লুঠরাজ চালিয়েছে তা সত্যি ভয়াবহ। তাই এই আতঙ্ক থেকে মুক্তি পাচ্ছে না কেউ। বের হতে পারছে না বহু তৃণমূল কর্মী। নেতা মন্ত্রী থেকে সকলেই। আসলে দেশ বা রাজ্য চলে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে নিজেদের রায় দানের মাধ্যমে। এ কথা সত্যি কিন্তু সেই রায় এতটা ভয়াবহ সেই সম্পর্কে আমরা সত্যিই অবগত ছিলাম না। তাই পাপের ঘরা পূর্ণ হলে কিভাবে তার সত্য রূপ বেরিয়ে আসে তা আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, বিপুল মানুষের জনসমর্থনের পরেও ' তৃণমূল ' সরকার থেকে চলে যাওয়ার পর। তাই টিভিতে আমার মোটেই ভালো লাগছে না এতো কেচ্ছা দেখতে।

হ্যাঁ, নাগরিক হিসেবে সত্যিই ভালো লাগছে না এই সমস্ত অপকর্ম যা এতদিন ঘটেছিল তা এভাবে প্রকাশ পাচ্ছে — সেটা দেখতে। আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি একটা ছোট বড় তৃণমূল নেতা কোটি কোটি টাকার মালিক। ভুল বললাম। কয়েকশো কোটি টাকার মালিক হয়ে বসে আছেন। কিভাবে হলো তা তো দেখা যাচ্ছে সেই তোলাবাজি, দুর্নীতি থেকে শুরু করে সমস্ত অপকর্ম,দালালি এই সমস্ত কিছু থেকেই এই সমস্ত টাকা সম্পত্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এটা কি সত্যিকারের প্রত্যাশিত ছিল? কখনোই নয়। নাগরিক হিসেবে কি আমরা এই প্রত্যাশা করেছিলাম যে এক শ্রেণীর মানুষের কাছে যাদের কে জনপ্রতিনিধি করে তোলা হয়েছিল তাদের হাতে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি দেখা যাবে? তাহলেই বোঝা যায় কিভাবে দিনের পর দিন সমাজে অত্যাচার চলছিল। আজ অতি বড় তৃণমূল ভক্তও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না এ কি তারা দেখছেন! কেউ কেউ মনে করছেন যে বড় করে দেখানো হচ্ছে। না, সেটা আর সত্যি নয়। বড় করে এতো দেখানো যায় না। সেক্ষেত্রে ফেঁসে যাওয়ার সম্ভবনা থেকে যায়। তাই আজ বড় সংকটের সময়। একটা দল যারা কিনা ১৫ বছর রাজত্ব করেছে তারা এতটা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। তাহলে কি এটাই ধরে নিতে যার এই দল থেকে নিজেদের অন্য তৃণমূল দলে যারা গেলেন তারা নিজেদের বাঁচাতেই অন্য কৌশলে ঝাঁপালেন।

একটা মাতব্বর কে মেনে নিতে সকলের অসুবিধা। সেটা হলো ভাইপো। নাম -- অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। এই ব্রাহ্মণ, সত্যিকারের ব্রাহ্মণ কুলের বদনাম। প্রায় সকলে সেটা নাকি জানতেন। তবে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কান দিয়ে শুনতেন? নইলে এই দশা হবে কেন! দলের মধ্যেই যখন তাকে তার কর্ম সম্পর্কে সকলেই অবগত তাহলে তাকে সেনাপতি হিসেবে মেনে নেওয়া হল কেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি এটা জানতেন না যে সমস্ত জায়গা থেকে যাবতীয় কালেকশন ভাইপোর কাছে আসবে আর সে সমস্ত এমএলএ এমপিদের ভাগ করে দেবেন? এটা যদি সিনিয়র লিডাররা যা জেনে থাকেন তবে অন্য কথা। কিন্তু যদি জানেন তবে কেন তারা সেটাকে মেনে নিয়েছিলেন? আমরা তো কোন কালীঘাট তৃণমূল, ভালো তৃণমূল এই সমস্ত যখন শাসক দল থাকাকালীন শুনিনি। তবে এটা পরিষ্কার এখন যারা মূল তৃণমূল দল থেকে চলে গেছেন বা অন্য তৃণমূল বা ভালো তৃণমূলে তারা সকলেই সুবিধাবাদী। তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর পাশে নেই। তাদের এখন বোধোদয় এর জাগরণ ঘটল যে একটা দুর্নীতিগ্রস্ত দল থেকে আমরা ভেঙে বেরিয়ে এলাম। আমরাই সততার প্রতীক। এতদিন তারা কোথায় ছিলেন? এতদিন তাদের এই বোধোদয় হল না কেন? আসলে সবই সুবিধাবাদী, স্বার্থবাদী,দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ যারা কিনা এতদিন সমস্ত সুবিধা ভোগ করে,উপভোগ করে, দুর্নীতিতে বেঁচে ছিলেন এখন সুযোগ বুঝে একটু অন্য পদ্ধতি নিলেন। ভুল বললাম। বাঁচার পদ্ধতি নিলেন। এটাও বলতে হবে যারা কালীঘাট তৃণমূল বলে এখনো পর্যন্ত রয়েছেন তাদের সকলকে স্যালুট। কারণ তারা এখনও পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রয়েছেন। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে তাদের কঠিন সময়ের মধ্যে চলতে হচ্ছে। প্রতিদিন তাদের চোর স্লোগান শুনতে হচ্ছে। তাও তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে ছেড়ে দেন নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আছে। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে যারা চলে গেছেন তারা সুবিধাবাদী। তারা নিজেদের পিঠ বাঁচাতে অন্য তৃণমূল দল তৈরি করেছেন। আবার কেউ কেউ বেফাঁস মন্তব্য করেছেন। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তার অন্যতম। আমরা তো ভাবতেই পারি না যে সায়নী ঘোষ কিভাবে অন্য দলে এভাবে চলে গেলেন? এরকম অনেক অনেক উদাহরণ আছে সে সংখ্যাটা বাড়িয়ে সময় নষ্ট না করাই ভালো। তবে এটুকু বলতে পারি যে নাগরিক হিসেবে মোটেই এটা ভালো লাগছে না প্রতিদিন কোন না কোন ভাবে তৃণমূল নেতারা গ্রেফতার হচ্ছেন এবং তাদের সমস্ত অপকর্ম জন সমক্ষে চলে আসছে। এটা একটা দেশের পক্ষে মঙ্গল নয়, একটা রাজ্যের পক্ষেও। নতুন প্রজন্মের কাছে একটা সুখবর বার্তাও নয়। কি, মানবেন তো?

কোট-আনকোট

ডিম যেখানে সেখানে নষ্ট করবেন না।
এই বুদ্ধিজীবীদের মাথায় ডিম মারুন।
বুঝিয়ে দিন এঁরা সমাজবিরোধী।

এনকাউন্টার প্রসঙ্গে বিরোধীদের দিলীপ ঘোষ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

এনকাউন্টারে একটা বার্তা গেছে পশ্চিমবঙ্গে অপরাধীদের স্থান নেই: শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: 'এনকাউন্টারে একটা বার্তা গেছে পশ্চিমবঙ্গে অপরাধীদের কোনও স্থান নেই, পুলিশ মনে করেছে যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিয়েছে', হুগলিতে এসে বললেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

শুক্রবার হুগলি জেলা অফিসে সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শমীক ভট্টাচার্য। বৈঠক শেষে তিনি বলেন, 'পুলিশ যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিয়েছে। কোন পরিস্থিতিতে গুলি চালিয়েছে সম্পূর্ণ প্রশাসনের ব্যাপার। তবে একটা বার্তা গেছে পশ্চিমবঙ্গে অপরাধীদের কোনও স্থান নেই। অপরাধীদের কোনও ধর্ম হয় না, কোনও জাত হয় না একটা আগের সরকার ভুলে গিয়েছিল। আমি আবারও বলছি সরকারের সমস্ত বিষয়ে দল হস্তক্ষেপ করবে না। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন, এবিষয়ে যা বলার তিনি বলবেন। তবে এই ধরনের কাজে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খুশি। শুধু একটা ঘটনা নয় সব ঘটনাতেই।' তিনি আরও বলেন, 'স্বাভাবিকভাবেই এই সরকারের প্রতি মানুষের প্রত্যাশা আছে। সেই কারণেই তো তৃণমূল কংগ্রেসকে বিসর্জন দিয়ে বিজেপিকে নিয়ে এসেছে। কামদুনিতে এমনভাবে সাজানো তদন্ত করে চার্জশিট করা হয়েছিল, যাতে নির্দিষ্ট একটা জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করে দিয়ে তাদের ভোট পাওয়া যায়।' শমীকবাবু আরও বলেন, 'বিজেপি কোনও প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না, যে কারণে তৃণমূলের সাংসদ বিধায়করা আজ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তৃণমূলের দুর্নীতির শ্বেতপত্র নিয়ে যা বলার সেটা সরকার বলবে। আমি দলের কথা বলতে পারি। দলের পক্ষ থেকে আমরা একটা সংকল্প পত্র নিয়ে এসেছিলাম মানুষের কাছে। মানুষের অভাব অভিযোগ ছোট কথা ছোট ব্যথা কি একত্রিত করে বানিয়ে এসেছিলাম। মানুষ আমাদের আশীর্বাদ করেছে দুই তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে আমরা সরকার গড়েছি। এখন দেখার সরকার কত দ্রুত আমাদের সংকল্পপত্র বাস্তবায়িত করে।' তিনি আরও বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে যে সরকারটা চলছে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার বিজেপি সরকার নয়। গত ৫০ বছর ধরে দলের সরকার দেখেছে মানুষ।'

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং (৩য় ফ্লোর) ক্যান্টনমেন্ট রোড
বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১০১
ইমেইল: comurshidgad@pnb.bank.in

লিজের ভিত্তিতে প্রেমিসেসের জন্য অফার চেয়ে বিজ্ঞাপন

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক আগ্রহী প্রেমিসেসের মালিকদের কাছ থেকে দুটি বিড সিস্টেম অর্থাৎ টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল বিডের অধীনে **বিও আখড়িগঞ্জ শাখা অফিসের জন্য (কার্পেট এরিয়া ১২০০ থেকে ১৬০০ বর্গফুট, বিশেষত গ্রাউন্ড ফ্লোরে) লিজ/ভাড়ার ভিত্তিতে কামারপাড়া মোড়, বালিগ্রাম, নশিপুর, বালাগাছী, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৫-এ** অফার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

খাম নং ১- (টেকনিক্যাল বিড)-এ সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত বিবরণ থাকতে হবে, যেমন- ঠিকানার বিশদ বিবরণ, সাইট প্ল্যান, নির্মাণের স্পেসিফিকেশন, কার্পেট এরিয়া, পার্কিং স্পেস এবং মালিকানার প্রমাণ, মোবাইল নম্বর ইত্যাদি।

খাম নং ২- (ফিনান্সিয়াল বিড)-এ প্রতি বর্গফুটের হার ইত্যাদি থাকতে হবে।

যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত সম্পূর্ণ অফারটি এই বিজ্ঞাপনের তারিখ থেকে **১৭ দিনের** মধ্যে অর্থাৎ **২৭ জুলাই ২০২৬** তারিখ বিকেল ১৭.০০ ঘটিকার আগে সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদের উপরে উল্লেখিত ঠিকানায় আলাদা সিল করা খামে **"টেকনিক্যাল বিড"** এবং **"ফিনান্সিয়াল বিড"** লিখে পাঠাতে হবে। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত অফার গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে। এই বিষয়ে কোনো ব্রোকারেজ /কমিশন প্রদান করা হবে না। বিডের ফর্মগুলি আমাদের সার্কেল অফিস/বিও আখড়িগঞ্জ/পিএনবি ওয়েবসাইটে **(https://pnbindia.in)** পাওয়া যাবে। ব্যাঙ্ক লিজ ডিডের খসড়া বিন্যাসটিও ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে যাতে আগ্রহী মালিকরা লিজ ডিডের নিয়ম ও শর্তাবলী সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

সার্কেল হেড

ডিউক কমার্স লিমিটেড
CIN - L51909WB1982PLC035425
রেজি. অফিস : হংকং হাউস, ২য় তল, ৩১ বি. বি. ডি বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০০১
ওয়েবসাইট : dukecommerce.org ই-মেইল : duke.commerce@yahoo.com

ভৌত শেয়ার হস্তান্তরের আবেদনপত্র পুনঃদাখিলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি

শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার SEBI/HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুসারে, ভৌত শেয়ারের হস্তান্তর অনুরোধ পুনরায় দাখিলের সুবিধার্থে ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের জন্য একটি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। এই সুবিধাটি ১ এপ্রিল ২০১৯-এর আগে দাখিল করা হস্তান্তর দলিলের জন্য উপলব্ধ, যা নথিপত্র/প্রক্রিয়া/বা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত, ফেরত বা গৃহীত হয়নি। যোগ্য শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির রেজিস্ট্রার মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা. লি. রসোই কোর্ট ৬ষ্ঠ তল, স্যার আর. এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০০১-এ অথবা কোম্পানি duke.commerce@yahoo.com এর কাছে তাদের পূর্বের অনুরোধগুলি পুনরায় দাখিল করতে পারেন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ এবং কোনো ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করে, এক বছরের বিশেষ সময়সীমা অর্থাৎ ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭-এর মধ্যে কোম্পানির কাছে আবেদন করুন। উল্লিখিত সময়কালে হস্তান্তরের জন্য পুনরায় জমা দেওয়া সমস্ত শেয়ার (তালিকাভুক্ত কোম্পানির আরটিএ-তে বর্তমানে বিচারাধীন অনুরোধগুলি সহ) শুধুমাত্র ট্রান্সফার তথা ডিম্যাট মোডের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করা হবে, অর্থাৎ হস্তান্তরের পরে এটি শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে ইস্যু করা হবে।

আমরা সেই সমস্ত উত্তরদাতাদের উৎসাহিত করছি যারা পূর্বে হস্তান্তরের অনুরোধ জমা দিয়েছেন কিন্তু বকেয়া ত্রুটির কারণে এখনও হস্তান্তরিত শেয়ার পাননি, তারা যেন বিনিয়োগকারীদের সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠিত এই বিশেষ সুযোগটি গ্রহণ করেন।

ডিউক কমার্স লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
গৌরব আগরওয়ালা
ডিরেক্টর
ডিন : ০০২০১৪৬৯

তারিখ : ১০.০৭.২০২৬
স্থান : কলকাতা

আসানসোল জেলা হাসপাতালে উদ্বোধন এনআরসি বিভাগের

উদ্বোধন করলেন পুর মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: শুক্রবার আসানসোল জেলা হাসপাতালে উদ্বোধন হল এনআরসি ইউনিট (পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র) উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, পশ্চিম বর্ধমান মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর মহম্মদ ইউনুস, জেলা হাসপাতালের নবনিযুক্ত সুপার ডক্টর তপন কুমার বিশ্বাস। পাঁচ বছর পর্যন্ত বয়সের শিশু যারা অপুষ্টিজনিত কারণে ভুগছে, তাদের এই কেন্দ্রে রাখা হবে। জেলা হাসপাতালের জরুরী বিভাগের উপর তলা বিশিষ্ট ১০ শয্যার এই ইউনিট করা হয়েছে। অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত শিশুদের ন্যূনতম ১৪ দিন পর্যন্ত এই ইউনিটে রাখা হবে। শুধু তাই নয়, শিশু মা শিশুদের সাথে এই বিভাগে থাকতে পারবে। এখানে থাকছে ফিডিং জোন। শিশুরা যাতে নিরাপদভাবে খেলতে পারে, তার জন্য প্লে স্কুলের আদলে এই ইউনিটের এক প্রান্তে রাখা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের রঙিন খেলনা। অগ্নিমিত্রা পল বলেন, 'কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, অন্যান্য পরিষেবার সাথে স্বাস্থ্য পরিষেবা যাতে উন্নত থেকে উন্নততর তার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছে।' তিনি বলেন, 'হাসপাতালে শুধু আসানসোল বা তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় নয়, ভিন জেলা ও পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়ার জন্য বহু মানুষ আসেন। এই নতুন ইউনিট চালু হওয়ায় সব এলাকার মানুষরাই উপকৃত হবেন।'

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫ ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
আইডিবিআই ব্যাংক লি. এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে, 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন)-এর ধারা ১৩(১২) এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৩-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার বলে, সংশ্লিষ্ট **ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের** কাছে বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য একটি দাবি-নোটিশ জারি করা হয়েছিল। যেহেতু তারা উক্ত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী এবং সর্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৮-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে, নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলোর দখল গ্রহণ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট **ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী** এবং সর্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, এই সম্পত্তি নিয়ে যেন কোনো প্রকার লেনদেন বা হস্তান্তর না করা হয়। এ ধরনের কোনো লেনদেন করা হলে তা নোটিশে উল্লিখিত **আইডিবিআই ব্যাংক লি. এর** পাওনা;যার মধ্যে মূল বকেয়া অর্থ ছাড়াও সুদ, দণ্ডমূলক সুদ, বিভিন্ন চার্জ ও আনুষঙ্গিক খরচ অন্তর্ভুক্ত;এর দায়ভার বা দাবির সাপেক্ষে গণ্য হবে।

বন্ধকী সম্পত্তি বা জামানতকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়সীমা সম্পর্কে ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের দৃষ্টি উক্ত আইনের ২০০২ এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	১. নাম এবং অ্যাকাউন্ট নাম্বার ২. ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এর	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. স্বত্ব দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১	সৌরভ রেজ (ঋণগ্রহীতা) ল্যান : ২১০৩৬৭৫১০০০০০২১৩	১. ০৫.০২.২০২৬ ২. ০৯.০৭.২০২৬ ৩. **৮,৫৯,৯৬৩.০০ টাকা** (আট লাখ উনষাট হাজার নশো তেষট্টি টাকা) ০১.০১.২০২৬ পর্যন্ত সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ইউনিট/ফ্ল্যাট/ভবন পরিমাপ ২ কাঠা ৫ ছটাক ৪২ বর্গফুট আরএস এবং এলআর প্লট নং ৬৫১/৮৪৭, আরএস খতিয়ান নং ১১, এলআর খতিয়ান নং ১২০৬ বর্গফুট পরবর্তীতে এলআর খতিয়ান নং ১৬৮৭, মৌজা : বেচারহাট, জেএল নং ৭৯, জেলা : বর্ধমান, সম্পত্তি বর্ধমান পুরসভার উল্লেখ্য হোল্ডিং নং ৯০, ওয়ার্ড নং ১৩ অধীন।

তারিখ : ১১.০৭.২০২৬
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

সংশোধনী
২৩.০৬.২০২৬ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে কিছু ভুল থাকার জন্য দুঃখিত।
সংশোধিত বিষয় নিম্নোক্ত মতে :
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এর ধারা ১০২ অধীনে)
মেসার্স সন্তোষ ঝাওয়ার, ব্যক্তিগত জামিনদাতা/ঋণগ্রহীতা এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	**শ্রীমতী সন্তোষ ঝাওয়ার**
২.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	১২, কাশী নাথ মল্লিক লেন, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০৭৩
৩.	নির্দেশ আবেদনের বিস্তারিত	মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ-শ্রীমতি সন্তোষ ঝাওয়ার, ব্যক্তিগত জামিনদাতা- কর্পোরেট ডেটর (মেসার্স বারগান্ডি লাইফ-স্টাইল প্রাইভেট লিমিটেড) এর বিরুদ্ধে দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া অনুমোদন করেছে, উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ১৮.০৬.২০২৬, সিপি (আইবি) ১৯৩/কেবি/২০২৪ মামলায়।
৪.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	১৮.০৬.২০২৬ (গৃহীত ১৯.০৬.২০২৬)
৫.	প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার	চন্দ্র কুমার জৈন আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P00214/ 2017-18/ 10414
৬.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ১, ৯ম তল, রুম নং ৮১৬, কলকাতা - ৭০০০০১ ইমেল : ckcacs@yahoo.co.in
৭.	প্রস্তাব পেশাদারের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ইমেল :	১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ১, ৯ম তল, রুম নং ৮১৬, কলকাতা - ৭০০০০১ ইমেল : pg.santoshjhawar@yahoo.com
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	**১৩.০৭.২০২৬**
৯.	সম্পর্কিত ফর্ম পাওয়া যাবে :	https://ibbi.gov.in/home/downloads

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ ১৮.০৬.২০২৬ তারিখে মেসার্স বার্গান্ডি লাইফ স্টাইল প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদার শ্রীমতী সন্তোষ ঝাওয়ার-এর ব্যক্তিগত ইনসভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দিয়েছে।

শ্রীমতী সন্তোষ ঝাওয়ার-এর পাওনাদারদের আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, তাঁরা যেন 'ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর পার্সোনাল গ্যারান্টার্স টু কর্পোরেট ডেটর্স) রেগুলেশনস, ২০১৯'-এর রেগুলেশন ৭(১)-এর অধীনে নির্ধারিত 'ফর্ম বি'-তে প্রমাণসহ তাঁদের দাবি পেশ করেন। এই দাবি ৭ নম্বর এন্ট্রিতে উল্লিখিত ঠিকানায় 'রেজোলিউশন প্রফেশনাল'-এর কাছে **১৩.০৭.২০২৬** তারিখ বা তার আগে জমা দিতে হবে।

পাওনাদারদের প্রমাণ, দাবির বিশদ বিবরণ এবং ব্যক্তিগত তথ্যসহ তাঁদের দাবি ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা অথবা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড চিঠির মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

দাবির সপক্ষে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্বা/-
চন্দ্র কুমার জৈন
প্রস্তাব পেশাদার

স্থান : কলকাতা
আইবিবিআই রেজি. নং : IBBI/IPA-001/IP-P00214/2017-18/104141
তারিখ : ২২.০৬.২০২৬
এএফএ বিস্তারিত : AA1/10414/02/300627/109066 ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত বৈধ

ডিমের ভয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতির শরণাপন্ন তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ডিমের ভয়ে এবার সরাসরি বিজেপি রাজ্য সভাপতির শরণাপন্ন এক তৃণমূল নেতা। রীতিমতো রাজ্য সভাপতির পা জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি সেই তৃণমূল নেতার। এমনই ঘটনা ঘটল হুগলির বিজেপি জেলা অফিসে। বাঁশবেড়িয়া পুরসভার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর কেশব দাস। তাঁর স্ত্রী রীতা দাস কাউন্সিলর ছিলেন, সম্প্রতি পদত্যাগ করেছেন। কেশব দাসের অভিযোগ, বাঁশবেড়িয়ার এক বিজেপি কর্মী তাঁর থেকে ১০ লাখ টাকা চাইছেন। সেই টাকা না দিলে 'পচা ডিম মারা হবে, কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরানো হবে' এমনটাও হুঁশিয়ারি দেয় সেই বিজেপি নেতা বলে অভিযোগ। বিজেপি রাজ্য সভাপতি হুগলিতে আসছেন শুনে এ দিন অভিযোগ জানাতে বিজেপি অফিসে যান কেশব। শমীক ভট্টাচার্য কোর কমিটির মিটিং শেষ করে বেরোতেই তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করেন কেশব। রাজ্য সভাপতিকে ঘিরে থাকা বিজেপি নেতারা অকস্মাৎ এই ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সম্বিত ফিরতে কেশবকে সরিয়ে দেন তাঁরা। বিষয়টি নিয়ে সপ্তগ্রামের বিজেপি বিধায়ক স্বরাজ ঘোষ বলেন, 'তৃণমূল নেতাদের উপরে বিশ্বাস নেই। তাও যদি কোনও বিজেপি কর্মী টাকাপয়সা চেয়ে থাকেন, তার যদি কোনও প্রমাণ থাকে দলগত ভাবে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু যদি অভিযোগ মিথ্যা হয়, সেটাও আমরা দেখব। এ নিয়ে জেলা সভাপতির সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে।'

'নদিয়া জেলা পরিষদে তৃণমূলের সমর্থনে সভাধিপতি পদপ্রার্থী দেবে বিজেপি'

ঘোষণা সাংসদ জগন্নাথ সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: তৃণমূলের সমর্থন নিয়েই, নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদে প্রার্থী দেবে বিজেপি। আজ কৃষ্ণনগর সার্কিট হাউসে সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগন্নাথ সরকার। নদিয়া জেলা পরিষদে মোট সদস্য সংখ্যা ৫২ জন। এদের মধ্যে বিজেপির সদস্য সংখ্যা রয়েছে মাত্র ৬ জন। অন্যদিকে, জেলা পরিষদে সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিল ২৭ জন সদস্য। এই মুহূর্তে ডামাডোল পরিস্থিতির মধ্যে নদিয়া জেলা পরিষদে বিজেপি সভাধিপতি প্রার্থী পদ দেবে বলে ঘোষণা করেছে। আজ কৃষ্ণনগর সার্কিট হাউসে রানাঘাট উত্তর সাংগঠনিক বিজেপির জেলা সভানেত্রী অপর্না নন্দীকে সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেই এ কথা জানালেন সাংসদ জগন্নাথ সরকার। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানের বিরুদ্ধে সরব হয়ে অনাস্থা এনেছিল তৃণমূলেরই একাংশ। সেদিন অনাস্থা গৃহীত হওয়ার পরে বর্তমান সভাধিপতির চেয়ার ফাঁকা রয়েছে। যদিও তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী প্রনয় ঘোষ চৌধুরী ও টিনা ভৌমিক সাহা ইতিমধ্যেই সবারই প্রতিদিন দাবিদার নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঘুটি সাজাচ্ছে। কে হবে নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি এনিয়ে যখন ডামাডল চলছে, ঠিক তারই মধ্যে সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করলেন জগন্নাথ সরকার। তিনি জানান,বিজেপিকে সমর্থন করলে নদিয়া জেলার উন্নয়ন আরও প্রবলভাবে হবে। কেন না কেন্দ্রের টাকায় জেলা পরিষদে আরও উন্নয়ন হবে তাই। বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সকলে বিজেপিকে সমর্থন করবে। যারা স্বচ্ছ জেলা পরিষদ চায় তাঁরা ঠিক বিজেপিকে বেছে নেবে আর সেই কারণেই সভাধিপতি প্রার্থী ঘোষণা তাঁর।

হুগলির একাধিক পুর চেয়ারম্যান-সহ বিভিন্ন কাউন্সিলরদের পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বৈদ্যবাটির পুরপ্রধান পিন্টু মাহাতো, উপপুরপ্রধান শান্তনু কুমার দত্ত-সহ ১৩ জন পদত্যাগ করলেন শুক্রবার। এই পুরসভার ২টি ওয়ার্ডের ১৩ জন তৃণমূল পুরপ্রতিনিধি (কাউন্সিলর) পদত্যাগ করায় পুরবোর্ড ভেঙে গেল। পদত্যাগপত্র মহকুমাশাসকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পিন্টু বলেন, 'পুরসভা বেশ কয়েক মাস ধরে

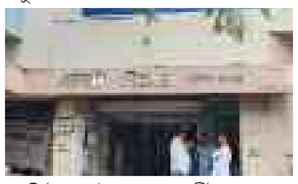

আর্থিক সঙ্কটে ভুগছে। কর্মীদের বেতন সমস্যার চাপ ছিল। এছাড়াও মানুষকে সুষ্ঠু পরিষেবা দিতে পারছিলাম না। নৈতিক দায়িত্বের কথা মাথায় রেখে, পদ আগলে বসে না থেকে এই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত।' এ ছাড়াও পদত্যাগ করেছেন শ্রীরামপুর এবং কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যানরা। হুগলির কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন দাস-সহ চার জন তৃণমূল কাউন্সিলররা শুক্রবার পদত্যাগ করলেন। শ্রীরামপুরের মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে এসে পদত্যাগ পত্র জমা দিলেন কোন্নগরের পুরচেয়ারম্যান স্বপন দাস, তিনি বলেন, 'শরীর খারাপ তাই পদত্যাগ করলাম।' এছাড়াও শ্রীরামপুর পৌরসভায় তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ড ভেঙে গেল, পদত্যাগ করলেন চেয়ারম্যান গিরিধারী সাহা ও ভাইস চেয়ারম্যান উত্তম নাগ নতুন সমীকরণ ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক জল্পনা।

চাকরির নামে প্রতারণায় ধৃত তৃণমূল নেতার পুলিশি হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: চাকরি দেওয়ার নামে টাকা নেওয়া-সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেপ্তার চন্দ্রকোণার প্রাক্তন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি হীরালাল ঘোষকে শুক্রবার ঘাটাল মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আদালত তাকে ৭ দিনের পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে চন্দ্রকোণা থানার পুলিশ।

GPT
জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড
(CIN : L20103WB1980PLC032872)
রেজি. অফিস : জিপিটি সেন্টার, জেসি-২৫, সেক্টর-৩, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০ ১০৬; পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
টেলিফোন : +৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০, ই-মেইল : gil.cosec@gptgroup.co.in; আমাদের দেখুন : www.gptinfra.in

৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যগণের ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম/সভা) **শনিবার ৮ আগস্ট ২০২৬ তারিখ সকাল ১১ টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস (ভিসি/ওএভিএম) মাধ্যমে সর্বশেষ জেনারেল সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক ইস্যুকৃত (এমসিএ) তৎসহ পঠিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমসিএ এর পূর্ব অন্যান্য সার্কুলার (যৌথভাবে এমসিএ সার্কুলার হিসেবে উল্লেখ্য) এবং ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (অ্যাক্ট) প্রযোজ্য সংস্থান অনুযায়ী তৎসহ পঠিত সংশ্লিষ্ট অধীনে রুলস এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ামেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস), অনুযায়ী সদস্যগণের উপস্থিতি ব্যতীত সাধারণ স্থানে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে।

আইন, প্রবিধান ও সার্কুলার অনুযায়ী, ১০ জুলাই ২০২৬ তারিখে সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৬ (২০২৫-২৬ অর্থবছরের নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র ও সমন্বিত আর্থিক বিবরণীসহ) পাঠানো হয়েছে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি, রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অথবা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। এছাড়া, তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত প্রবিধান মেনে; যাদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত ছিল না; সেইসব শেয়ারহোল্ডারের নিবন্ধিত ঠিকানাতেও উক্ত তারিখে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। এই চিঠিতে একটি ওয়েব-লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৬-এর বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে।

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৬-এর (২০২৫-২৬ অর্থবছরের নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র ও সমন্বিত আর্থিক বিবরণীসহ) একটি অনুলিপি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gptinfra.in**-এ; এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (''এমআইআইপিএল'') (পূর্বতন লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড)-এর ওয়েবসাইট **https://instavote.linkintime.co.in**-এ; এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** ও **www.nseindia.com**-এও পাওয়া যাচ্ছে। রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে এবং সদস্যদের পাঠানো ইমেলে উল্লেখ করা হয়েছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী, বিজ্ঞপ্তি, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র ও বার্ষিক হিসাবের হার্ড কপি পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ থাকবে।

এজিএম-এ অংশগ্রহণ

সদস্যরা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুযায়ী এমআইআইপিএল-এর সরবরাহকৃত ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, কোম্পানির এজিএম-এ সশরীরে উপস্থিত হয়ে অংশগ্রহণ করার কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। এজিএম-এ যোগদানের বিস্তারিত নির্দেশাবলী কোম্পানির ৪৬তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় লগ-ইন তথ্য বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে এবং ইমেল ঠিকানা সফলভাবে নিবন্ধনের পর ইমেলের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে।

রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলী

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধানাবলী;যার সাথে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ (সংশোধিত)-এর বিধি ২০ এবং তালিকাভুক্তি প্রবিধান বা 'লিস্টিং রেগুলেশনস' (সংশোধিত)-এর প্রবিধান ৪৪ এবং সময়ে সময়ে এমসিএ ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (''সেবি'') কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তিগুলো পঠিতব্য;অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ আলোচিতব্য বিষয়গুলোর ওপর রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম-এর দিন ভেন্যু-ভিত্তিক ভোটিং-এর সুবিধা প্রদান করছে। এই উদ্দেশ্যে, ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটদান প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য কোম্পানি এমআইআইপিএল-এর সাথে একটি অনুমোদিত সংস্থা হিসেবে কাজ করার বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল বুধবার, ৫ আগস্ট ২০২৬ (সকাল ৯টা আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং শুক্রবার, ৭ আগস্ট ২০২৬ (বিকেল ৫টা আইএসটি) সময় শেষ হবে। এই সময়কালে, 'কাট-অফ তারিখ' অর্থাৎ শনিবার, ১ আগস্ট ২০২৬-এ কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হিসেবে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের ভোট প্রদান করতে পারবেন। এরপর ভোট প্রদানের জন্য এমআইআইপিএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। কোনো প্রস্তাবের ওপর ভোট প্রদানের পর, শেয়ারহোল্ডার পরবর্তীতে তা আর পরিবর্তন করতে পারবেন না।

এজিএম-এর সময়ও ভোট প্রদানের সুবিধা উপলব্ধ থাকবে। যে সদস্যরা ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন এবং যারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রস্তাবগুলোর ওপর ভোট দেননি;অথবা ভোট প্রদানে অন্য কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত বা নিষিদ্ধ নন;তাঁরা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট প্রদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। যে শেয়ারহোল্ডাররা এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদান করেছেন, তাঁরাও এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন; তবে তাঁরা পুনরায় ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন না এবং পুনরায় ভোট প্রদান করলে তা গণনা করা হবে না।

নোটিশ পাঠানোর পর এবং 'কাট-অফ তারিখ' অর্থাৎ শনিবার, ১ আগস্ট ২০২৬-এর মধ্যে কোনো ব্যক্তি যদি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে সদস্যপদ লাভ করেন, তবে তিনি **enotices@in.mpms.mufg.co.in**-এ অনুরোধ জানিয়ে লগ-ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন। তবে, যদি তিনি ইতিমধ্যে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য এমআইআইপিএল-এর কাছে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে ভোট প্রদানের জন্য তিনি তাঁর বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।

ইলেকট্রনিক ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর নোটিশ এবং এমআইআইপিএল কর্তৃক সদস্যকে পাঠানো ইমেলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি শ্রী অশোক কুমার দাগা-কে (সার্টিফিকেট অফ প্র্যাকটিস নম্বর ২৯৪৮) স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এজিএম-এ ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পরপরই স্ক্রুটিনাইজার ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটগুলো (অর্থাৎ এজিএম চলাকালীন এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রদত্ত ভোট) উন্মুক্ত করবেন এবং প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে (যদি থাকে) প্রদত্ত মোট ভোটের একটি সমন্বিত প্রতিবেদন চেয়ারম্যান অথবা তাঁর দ্বারা লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির কাছে জমা দেবেন; উক্ত ব্যক্তি প্রতিবেদনটিতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন। এজিএম সমাপ্ত হওয়ার ২ কর্মদিবসের মধ্যে ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

ঘোষিত ফলাফল এবং স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদনটি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেড-এর কাছে পাঠানো হবে, যেখানে কোম্পানিটির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে। ফলাফল ও স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদনটি এমআইআইপিএল-এর ওয়েবসাইটে এবং কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট প্রাপ্তি সাপেক্ষে, প্রস্তাবগুলো সভার দিনেই;অর্থাৎ ৮ আগস্ট, ২০২৬, শনিবার;গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে শেয়ারহোল্ডাররা **https://instavote.linkintime.co.in**-এর 'Help' বিভাগে থাকা Frequently Asked Questions (''এফএকিউএস'') এবং ইনস্টাভোট ই-ভোটিং ম্যানুয়েল দেখতে পারেন; অথবা **enotices@in.mpms.mufg.com** ঠিকানায় ই-মেইল করতে পারেন কিংবা ০২২-৪৯১৮৬০০০ নম্বরে ফোন করতে পারেন। ভিডিও কনফারেন্সিং -এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ বা প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকলে শেয়ারহোল্ডাররা **instameet@in.mpms.mufg.com** ঠিকানায় ই-মেইল পাঠাতে পারেন অথবা ০২২-৪৯১৮ ৬০০০ / ৪৯১৮৬১৭৫ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ থাকলে শ্রী রাজীব রঞ্জন, সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট -ই-ভোটিং, সি-১০১, এমব্যাসি ২৪৭, এল.বি.এস. মার্গ, ভিখরোলি (পশ্চিম), মুম্বই - ৪০০ ০৮৩; ফোন +৯১ ২২ ৪৯১৮ ৬০০০ (২৫০৫); ই-মেইল **rajiv.ranjan@in.mpms.mufg.com** অথবা **enotices@in.mpms.mufg.com**।

ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি

- শেয়ারহোল্ডাররা বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত আলোচ্য বিষয়ের ওপর 'রিমোট ই-ভোটিং' এবং সভার চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুযোগ পাবেন।
- রিমোট ই-ভোটিং বা সভার সময় ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় লগ-ইন সংক্রান্ত তথ্য শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে, যার বিস্তারিত বিবরণ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ থাকবে। ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে।

বুক ক্লোজার

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ নম্বর ধারা অনুযায়ী, এজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির 'সদস্যদের রেজিস্টার' এবং 'শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথি' শুক্রবার ৩১ জুলাই, ২০২৬ থেকে শুক্রবার ৭ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত নির্দেশাবলী মনোযোগ সহকারে পড়েন; বিশেষ করে এজিএম-এ যোগদানের নিয়মাবলী এবং রিমোট ই-ভোটিং ও সভার সময় ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতিগুলো ভালোভাবে দেখে নেন।

কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে অনুগ্রহ করে আমাদের Investor Relations Department এর সাথে **gil.cosec@gptgroup.co.in** ইমেল ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। বিকল্প হিসেবে, আপনি আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে **kolkata@in.mpms.mufg.com** অথবা **investors.helpdesk@in.mpms.mufg.com** ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির সকল সদস্যের অবগতি ও সুবিধার্থে জারি করা হচ্ছে এবং এটি এমসিএ এবং সেবি-র প্রযোজ্য নির্দেশিকা বা সার্কুলারসমূহ মেনে প্রস্তুত করা হয়েছে।

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সোনম লাখোটিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্যপদ নং : এ৪১৩৫৮

তারিখ : ১০ জুলাই, ২০২৬
স্থান : কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২২.০৪.২০২৬** তারিখে **মেসার্স দি বুক সোসাইটি (ঋণগ্রহীতা/অংশীদারী ফার্ম) এবং শ্রী কাজী সাদ সেলিম (স্বত্বাধিকারী/বন্ধকদাতা)** ১৫ শ্যামা চরণ স্ট্রিট কলকাতা - ৭০০০৭৩ **কলকাতা ধর্মতলা শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৫,৯৫,০৯৪.০০ টাকা (পঁচিশ লাখ পঁচানব্বই হাজার চুরানব্বই টাকা)** উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১০ জুলাই ২০২৬ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **২৬,৬১,৯৫৭.০০ টাকা (ছাব্বিশ লাখ একষট্টি হাজার নশো সাতান্ন টাকা)** ১০.০৭.২০২৬ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ। এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং রুল সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদত্ত সম্পদ : সেরসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০১০২৪৩৭৮২, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০১০২৬৩৪২৪।

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান নং এল এম এ ২ পরিমাপ ১০২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া একতলায় অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি প্রেমিসেস নং ১৫, শ্যামা চরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৪০ অধীন, সম্পত্তি শ্রী কাজি সাদ সেলিম এর নামে এবং চৌহদ্দি :

উত্তরে : অংশত ১৬/১ শ্যামা চরণ দে স্ট্রিট এবং অংশত ৫ কলেজ রো এবং অংশত ৩ কলেজ রো। **দক্ষিণে :** ৭৯ বি মহাত্মা গান্ধি রোড। **পূর্বে :** অংশত ১ কলেজ রো এবং অংশত ৭৭এ, মহাত্মা গান্ধি রোড। **পশ্চিমে :** শ্যামা চরণ দে স্ট্রিট।

সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত যা জামিনদত্ত ।

তারিখ : ১০.০৭.২০২৬
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২২.০৪.২০২৬** তারিখে **মেসার্স কাস্টম হায়ারিং সেন্টার (অংশীদারী ফার্ম) শ্রী কাজী সাদ সেলিম (ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) এবং শ্রীমতী নসরত তানিয়া খাতুন (জামিনদাতা)** ফ্ল্যাট নং ৩বি, প্রেমিসেস নং ১, রামনাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯ আরও ঠিকানা গ্রাম বসন্তপুর, আলতারা চালকল, থানা - আমতা, পো - মানিকপুরা জেলা - হাওড়া - ৭১১৪১৬ **কলকাতা ধর্মতলা শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭২,৭০,১০৯.০০ টাকা (বাহাত্তর লাখ সত্তর হাজার একশ নয় টাকা)** উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১০ জুলাই ২০২৬ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **৭৪,৩০,৫৬৪.০০ টাকা (চুয়াত্তর লাখ তিরিশ হাজার পাঁচশ চৌষট্টি টাকা)** ১০.০৭.২০২৬ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ। এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং রুল সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদত্ত সম্পদ : সেরসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৩৫০৭৩৯৫৮, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৩৫১৩২৮৬৬।

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩বি, চতুর্থতলে, উত্তর-পূর্ব দিকে, ৭২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক , দুই বেড রুম, কিচেন, ডাইনিং, দুই টয়লেট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি আই প্রেমিসেস নং -১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, থানা : আমহার্স্ট স্ট্রিট, হোল্ডিং নং ৮৩, ব্লক নং -৮, কলকাতা - ৭০০০০৯, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৪০ অধীন, সম্পত্তি কাজি সাদ সেলিম এর নামে এবং **চৌহদ্দি : উত্তরে :** অংশত প্রেমিসেস নং ৬২ এবং অংশত প্রেমিসেস নং ৬২/১ মহাত্মা গান্ধি রোড। **দক্ষিণে :** প্রেমিসেস নং ১/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। **পূর্বে :** রমা নাথ মজুমদার স্ট্রিট এবং অংশত প্রেমিসেস নং ৬০/১, মহাত্মা গান্ধি রোড। **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং ২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, প্রেমিসেস নং -২।

জামিনদত্ত সম্পত্তিরর নির্দিষ্ট বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে।

তারিখ : ১০.০৭.২০২৬
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

টানা বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত

ভারী বর্ষণে ফের বন্যার শঙ্কা খানাকুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সারা রাজ্যের পাশাপাশি হুগলির আরামবাগ মহকুমা জুড়েও শুক্রবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে প্রবল বৃষ্টিপাত। টানা বর্ষণে শহর ও গ্রামাঞ্চলের একাধিক নিচু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন রাস্তায় জল জমে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে। অফিসযাত্রী, স্কুল-কলেজের পড়ুয়া এবং সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছে। আরামবাগ, গোঘাট, খানাকুল, পুরশুড়া-সহ মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় সকাল থেকেই আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝেই দমকা হাওয়ার সঙ্গে ভারী বৃষ্টি নামায় স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয়। পাশাপাশি বন্যাপ্রবণ খানাকুলের মানুষ ভারী বর্ষণের জন্য আতঙ্কিত। অতিরিক্ত বৃষ্টি ও জলাশয় থেকে জল ছাড়লেই প্লাবিত হতে পারে খানাকুল। তাই তারা সিঁদুরে মেঘ দেখছে। তবে প্রশাসন অনেকটাই প্রস্তুত। তবে বৃষ্টির জেড়ে অনেক এলাকায় বাজারে ক্রেতার সংখ্যা কমে যায় এবং রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা হয়ে পড়ে। টানা বৃষ্টির জেরে কৃষিজমিতেও জল জমতে শুরু করেছে। যদিও ধান চাষের জন্য এই বৃষ্টি অনেকাংশে উপকারী বলে মনে করছেন কৃষকরা, তবে অতিবৃষ্টি দীর্ঘস্থায়ী হলে সবজি ও অন্যান্য ফসলের ক্ষতির আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ এবং সক্রিয় মৌসুমি অক্ষরেখার প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আজ হুগলি জেলায়ও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির এই প্রবণতা বজায় থাকতে পারে বলেও পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জল জমা এলাকায় অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সময় খোলা মাঠে না থাকার আবেদন জানায় প্রশাসন। খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ জানান, ইতিমধ্যেই বন্যা নিয়ে জেলা ও মহকুমা স্তরে বৈঠক হয়েছে। ব্লক স্তরেও চলছে নানা রকম ব্যবস্থা গ্রহণ। সতর্ক রয়েছে পঞ্চায়েত সমিতি ও পঞ্চায়েতগুলি। কিছু জায়গায় তহবিলের অভাব ছিল। তা জানতে পেরেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সেচ দপ্তরকে পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। তবে জগতপুর, মাড়োখানার মতো কিছু কিছু জায়গা এখনও খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে বন্যার সময় ওই এলাকা দিয়ে জল ঢোকার আশঙ্কা রয়েছে।

ওড়গ্রামে এফসিআই গোডাউনে অতর্কিতে হানা খাদ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক রদবদলের পর এবার জনমানসে সবথেকে বেশি প্রভাব ফেলা খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরে শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া শুরু করেছেন নতুন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া। রেশন ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির যে শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে, তা তিনি উপড়ে ফেলতে বদ্ধপরিকর। সাধারণ মানুষের পাত থেকে নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী সরিয়ে উন্নতমানের গম ও চাল নিশ্চিত করাই এখন তাঁর প্রধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে শুক্রবার সকালে পূর্ব বর্ধমানের ভাতার বিধানসভার ওড়গ্রামে এফ.সি.আই-এর চালের গোডাউনে অতর্কিত হানা খাদ্যমন্ত্রীর। ঘুরে দেখলেন মজুদ থাকা খাদ্য সামগ্রী। প্রায় প্রতিটা স্টকের বস্তা থেকেই খাদ্যসামগ্রীর নমুনা সংগ্রহ করেন এবং তার গুণগতমান পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও গোডাউনে কাজ করার শ্রমিকদের সাথে কথা বলেন। শোনেন তাদের অভাব অভিযোগ। তিনি জানান বর্তমানে গোডাউন গুলিতে যে খাদ্য সামগ্রী রয়েছে সেগুলো সবই পূর্বতন সরকারের আমলে মজুত করা। সেই সময় রেশন ব্যবস্থায় খাদ্য সামগ্রির মান যাচাই করার জন্যই এদিন এই গোডাউন পরিদর্শন। তিনি জানান বেশ কিছু স্টক এর বস্তার চালে সন্দেহ হওয়ায় নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছে। পরীক্ষার পরেই খারাপ কিছু থাকলে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। খাদ্যমন্ত্রীর এই 'জিরো টলারেন্স' নীতি সাধারণ মানুষের আস্থা ফেরাতে এবং রেশন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল।

মন্ত্রীর পরিদর্শনের পরই ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে উচ্ছেদ অভিযান

পুনর্বাসনের আশ্বাস অগ্নিমিত্রা পলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বৃহস্পতিবার আসানসোল বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন জি টি রোড এলাকা পরিদর্শন করেন অগ্নিমিত্রা পাল। বাসস্ট্যান্ডের বাইরে জি টি রোডের উপর দাঁড়িয়ে থাকা বাস ও সেকেন্ড লেয়ার ফুটপাত দখল করে অস্থায়ী দোকান দেখে ক্ষুব্ধ হন অগ্নিমিত্রা পল। এই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই শহরের যানজট মেটাতে এবং হাঁটার রাস্তা ও পার্কিংয়ের জায়গা দখল মুক্ত করতে কঠোর পদক্ষেপ নিল আসানসোল পুর প্রশাসন।

গির্জা মোড় থেকে রাহালেন মোড় পর্যন্ত জিটি রোডের দু'পাশে ফুটপাতের সেকেন্ড লেয়ার ও রাস্তার ধারে গড়ে ওঠা অবৈধ দোকান উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়।

এই এলাকায় হকাররা বসে পড়ায় বাজারে আসা মানুষের গাড়ি রাখার জায়গা ছিল না সাথে যানজটের সমস্যা বাড়ছিল। বৃহস্পতিবার শহরের নাগরিক সমস্যা নিয়ে আসানসোল পৌরনিগামে ফোনের মাধ্যমে শিল্পাঞ্চল বাসীর সাথে আলোচনা করেন 'মুখোমুখি' নামক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। পরে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, মূল ফুটপাতের পুরনো হকারদের সরানো হচ্ছে না। তবে পার্কিংয়ের জায়গা দখল করে বসা অস্থায়ী হকারদের জন্য বিকল্প জায়গা চিহ্নিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, যারা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করছেন তাঁরাই অগ্রাধিকার পাবেন। অন্যদিকে, আকস্মিক এই উচ্ছেদের কারণে ব্যবসায়ীদের একাংশের মধ্যে কিছুটা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। পর্যাপ্ত সময় না দিয়েই বুলডোজার চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত হকাররা।

মুখে জোর করে বিষ ঢালায় মৃত্যু নাবালকের

দিনেদুপুরে প্রকাশ্যে খুনে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রের মুখে জোর করে বিষ ঢেলে দেওয়ায় মৃত্যু হল এক নাবালক ছাত্রের। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ, ছাত্রের পুলিশকে দেওয়া শেষ বয়ানে, দাবি পরিবারের। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রের মৃত্যুতে রহস্য দানা বেধেছে। দেগঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতের বাবা। ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। খতিয়ে দেখছে রাস্তার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ। ষষ্ঠ শ্রেণির একটি ছোট্ট শিশুকে কে বা কারা বিষ খাইয়ে এমন নৃশংসভাবে খুন করলো তা জানতে চাইছে পরিবার ও স্থানীয় মানুষেরা। তারা এই পাশবিক কাজের জন্য দোষীদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দাবি করেছেন। পরিবার ও স্থানীয়দের দাবি, গত ২৯ জুন দেগঙ্গার সুবর্ণপুর হাই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র নাফিস আলি (১২)। পথে টাওয়ারের কাছে নির্জন জায়গায় মুখে মাস্ক পরা কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি তরল ঠাণ্ডা পানীয়র সঙ্গে বিষজাতীয় কিছু জোর করে তাকে খাইয়ে দেয়। পরিবারের দাবি, পুলিশের কাছে দেওয়া শেষ বয়ানে নাকি এমনটাই জানিয়েছিল ওই মৃত ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রটি। পরিবার আরও জানান, ঘটনার দিন বাড়ি এসে অসুস্থ হওয়াতে তাকে প্রথমে স্থানীয় দুই ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করনো হয়। তাতে ফল না পাওয়াতে বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার আরও অবনতি হওয়াতে কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। নাফিসের মৃত্যুর খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে। দিনের আলোতে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে এমন ঘটনা ঘটায় এলাকায় অন্যান্য অবিভাবকদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঘটনার সত্যতা জানতে পুলিশ প্রশাসনও তদন্ত শুরু করেছে জোর কদমে। তবে শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদন ঘিরে বিতর্ক

আবেদনপত্রে বার্ষিক আয় ৬০ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুব: অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদনপত্রে বার্ষিক পারিবারিক আয় মাত্র ৬০ হাজার টাকা উল্লেখ করা হয়েছে। আর সেই আবেদনকারী হলেন দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রাক্তন মেয়র পরিষদ সদস্য ও প্রাক্তন প্রশাসক মণ্ডলীর ভাইস-চেয়ারম্যান ধর্মেন্দ্র যাদবের স্ত্রী স্বপ্না যাদব। আবেদনপত্রের এই তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। বিরোধীদের অভিযোগ, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া আবেদনপত্রে দেখা যায়, অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য আবেদন করার সময় বার্ষিক পারিবারিক আয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র ৬০ হাজার টাকা। এই তথ্য সামনে আসার পর থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। ধর্মেন্দ্র যাদব দীর্ঘদিন দুর্গাপুরের রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম পরিচিত মুখ ছিলেন। তিনি দুর্গাপুর নগর নিগমের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে মেয়র পরিষদের সদস্য হন। দুর্গাপুর নগর নিগমের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য এবং পরে ভাইস-চেয়ারম্যানের দায়িত্বও সামলান। এমন একজন প্রাক্তন জনপ্রতিনিধির পরিবারের বার্ষিক আয় মাত্র ৬০ হাজার টাকা, এই দাবিকে কেন্দ্র করেই এখন জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। ঘটনায় সরব হয়েছেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই। তাঁর বক্তব্য, 'বিজেপি সরকার কোনও রাজনৈতিক রং না দেখে সকলকেই সরকারি প্রকল্পের সুবিধা দিচ্ছে। তাই সবাই আবেদন করছেন। কিন্তু একজন প্রাক্তন প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধির পরিবারের বার্ষিক আয় মাত্র ৬০ হাজার টাকা, এটি স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের বিষয়। বিষয়টি প্রশাসনের তদন্ত করা উচিত।' যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ধর্মেন্দ্র যাদব। তাঁর দাবি, 'আমি বর্তমানে বেকার। আমার কোনও আয় নেই। আমাকে নিয়ে যে অভিযোগ করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।' এদিকে, আবেদনপত্রে উল্লেখিত তথ্য নিয়ে রাজনৈতিক তরজা তীব্র হয়েছে। তবে আবেদনপত্রে দেওয়া তথ্যের সত্যতা এবং প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী আবেদনটি বৈধ কি না, তা প্রশাসনিক তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

ইংরেজবাজারে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হল ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্র। বাড়ির একমাত্র নাবালক ছেলে গত বুধবার থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার। ইতিমধ্যে বুধবার রাতেই পুরো বিষয়টি নিয়ে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিখোঁজ পড়ুয়ার নাম রেহান শেখ (১১)। তার বাড়ি মালদা শহরের কৃষ্ণপল্লী বাপুজী কলোনি এলাকায়। সে মালদা টাউন হাই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাঠরত। পরিবারের দাবি, বুধবার বিকেলে বাড়ি থেকে খেলতে বেরিয়েছিল রেহান। তারপর থেকে আর খোঁজ পাওয়া যায় নি তার। নিখোঁজ ছাত্রের মা রোহিনি বিবি জানিয়েছেন, 'গত বুধবার বিকেলে স্কুল থেকে এসে বন্ধুদের সাথে খেলতে বেরিয়েছিল ছেলে। তারপরে আর বাড়ি ফিরে আসে নি। ওর বন্ধুরাও ঠিক মতো বলতে পারছে না ছেলে কোথায়। আমরা সন্দেহ করছি ছেলে ধরার খপ্পরে পড়ে থাকতে পারে রেহান।' প্রসঙ্গত, এর আগে বাড়ি থেকে নিখোঁজ থাকার পর গত জুন মাসের দুই ছাত্রের দেহ মহানন্দা নদী থেকে উদ্ধার করেছিল পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। আবারও ছাত্র নিখোঁজের ঘটনায় ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

বিজলি যোজনার অগ্রগতি নিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে সৌর বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে এবং বিদ্যুৎ বিলের বোঝা কমাতে তৎপর প্রশাসন। কেন্দ্রীয় সরকারের জনকল্যাণমুখী প্রকল্প 'প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনার' দ্রুত ও সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বালুরঘাটে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা-র রিজিওনাল ম্যানেজার-এর অফিসে এই নির্ধারিত বৈঠকটি সম্পন্ন হয়। বৈঠকে মূল নেতৃত্ব দেন বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায়। বৈঠক শেষে বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায় জানান, 'প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা হল প্রধানমন্ত্রীর একটি স্বপ্নের প্রকল্প। এর মূল উদ্দেশ্য হল ডোমেস্টিক বা গার্হস্থ্য ব্যবহারের জন্য সৌর বিদ্যুতের প্রসার ঘটানো। এই প্রকল্প ব্যবহারের ফলে সাধারণ মানুষের বিদ্যুৎ বিল অস্বাভাবিকভাবে কমে যাবে, এমনকি অনেকের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিল শূন্য (জিরো) হয়ে যেতে পারে।' তিনি আরও জানান, এই প্রকল্পে যেহেতু সরকারি ভর্তুকি এবং ব্যাংক লোনের সুবিধা রয়েছে, তাই সাধারণ মানুষের পক্ষে এটি গ্রহণ করা অনেক সহজ হবে। প্রকল্পটিকে দ্রুত বাস্তবায়িত করতে এদিনের বৈঠকে বিদ্যুৎ দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বিদ্যুৎ দপ্তরের রিজিওনাল ম্যানেজাব, ডিভিশনাল ম্যানেজার এবং স্টেশন ম্যানেজার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সৌর প্যানেল সরবরাহের দায়িত্বে থাকা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভেন্ডাররা। ঋণ ও ভর্তুকির প্রক্রিয়াকে সহজতর করতে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক সহ বিভিন্ন ব্যাংকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও এই আলোচনায় অংশ নেন। এদিনের বৈঠকে জেলার জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা কীভাবে দ্রুত পূরণ করা যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে এর সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের বিশেষ জোর দিতে বলেন বিধায়ক। পাশাপাশি, এই প্রকল্পের বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে কীভাবে প্রচার কার্য চালানো হবে, তা নিয়েও একটি ফলপ্রসূ রূপরেখা তৈরি করা হয়। সামগ্রিকভাবে বৈঠকটি অত্যন্ত ইতিবাচক ও সফল হয়েছে বলে বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

তৃণমূলের জন্য বিজেপিতে আসার দরজা বন্ধ: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: 'তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের জন্য বিজেপিতে আসার দরজা বন্ধ' বলে মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শুক্রবার হাওড়া দেউলটিতে বিজেপির দীন দয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করতে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়ে দেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের জন্য বিজেপিতে আসার

দরজা বন্ধ।'

প্রসঙ্গত, দিন দু'য়েক আগে অফিসিয়াল তিন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ বিজেপিতে যোগদান করেন এবং রাজ্যসভার টিকিট পান। আর এর ফলে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়। তবে কি তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের বিজেপিতে নেওয়া হবে, উঠতে শুরু করে প্রশ্ন? আর এই প্রশ্নের উত্তরেই শমীকবাবু সরাসরি এই মন্তব্য করেন। এছাড়াও এদিন আশুতোষ কলেজে মদের বোতল-সহ বেশ কয়েকটি অবাঞ্ছিত জিনিস পাওয়া যাওয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করেন তিনি। দীনদয়াল উপাধ্যায় শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দুই বিধায়ক যথাক্রমে অমিত সামন্ত এবং চিরণ বেরা। প্রসঙ্গত বাগনান দু'নম্বর মন্ডলের এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

ইস্তফাপত্র প্রত্যাহার করলেন বনগাঁর ৬ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: ইস্তফাপত্র প্রত্যাহার করল বনগাঁর ছয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। উন্নয়নের স্বার্থে বিডিওর সঙ্গে বিরোধী দলনেতাদের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক করে ইস্তফাপত্র প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত বলে জানালেন প্রধানরা। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ ব্লকের ছয়ঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত গঙ্গানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়ে ধর্মাপুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত গোপালনগর ১ এবং ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরা গত ২৯ জুন বনগাঁ বিডিও অফিসে এসে ইস্তফাপত্র জমা দেন। শুক্রবার বনগাঁ বিডিও অফিসে বিডিওর উপস্থিতিতে বিজেপির বিরোধী দলনেতা ও বিধায়ক প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সমন্বয়ে বৈঠক হয়। সাধারণ মানুষের কাজ ব্যাহত হচ্ছে সেই কারণে ইস্তফাপত্র প্রত্যাহার করবার সিদ্ধান্ত নেন প্রধানরা। আগামীতে যৌথভাবে উন্নয়নের কাজ করা হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। পঞ্চায়েতের বিজেপির বিরোধী দলনেতা ও বিধায়ক প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, 'উন্নয়নের স্বার্থে এবং যাতে সাধারণ মানুষ সঠিকভাবে পরিষেবা পায় সেই কারণে আমরা এই সমন্বয় বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলাম। সমস্ত পঞ্চায়েত প্রধানরা সাধারণ মানুষের পরিষেবা দেওয়ার কাজ করবেন আমরা তাদের সহযোগিতা করব।'

রথযাত্রা উপলক্ষে পুলিশ কমিশনারেটের সমন্বয় বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: আসন্ন রথযাত্রা উৎসবকে সামনে রেখে নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় বৈঠকের আয়োজন করল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট। শুক্রবার দুর্গাপুরের নেতাজি ভবনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে শহরের বিভিন্ন রথযাত্রা আয়োজক কমিটির প্রতিনিধিরা অংশ নেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুরের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি পি) সুবীর রায়, দুর্গাপুর থানার ওসি, বিভিন্ন ফাঁড়ির আইসি, ট্রাফিক বিভাগের আধিকারিক-সহ কমিশনারেটের একাধিক পুলিশ আধিকারিক। বৈঠকে রথযাত্রা চলাকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা, জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে আয়োজকদের করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি, উৎসব চলাকালীন বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি আরও বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন পুলিশ আধিকারিকরা।

এদিনের বৈঠকে ইসকন মন্দিরের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ওদর্য চন্দ্র দাস। এছাড়াও দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়কের প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও নির্বিঘ্নভাবে রথযাত্রা উৎসব সম্পন্ন করার আশ্বাস দেন।

SBI
এসবিআই আরএএসএমইসিসি আসানসোল (১০২৬৭)
আসানসোল মেন শাখা প্রেমিসেস, বিজয় পাল সরণি
বি এন আর মোড়ের নিকট, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান
পিন - ৭১৩৩০৪ ই-মেল আইডি - sbi.10267@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা **শ্রী মনজিৎ সিং** এর অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম	জামিনদত্ত সম্পদসমূহের বিস্তারিত এবং ঠিকানা	নোটিশের তারিখ/ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ ২৪.০৬.২০২৬ অনুযায়ী
১.	শ্রী মনজিৎ সিং (ঋণগ্রহীতা), আইনি উত্তরাধিকারীগণ : ১) শ্রী যোগীন্দর সিং, ২) শ্রীমতি ভানুমতি সিং, ৩) মাস্টার মায়ান সিং, ৪) শ্রীমতি মৌসুমী হাজরা, ৫) শ্রীমতি মানবী সিং, ৬) সকলেই জ্ঞাত বা অপরিচিত হিসেবে প্রয়াত মনজিৎ সিং এর আইনি উত্তরাধিকারী।	ফ্ল্যাট নং ১ (এক), দোতলায় উক্ত **কামাক্ষা অ্যাপার্টমেন্টে** অবস্থিত এস বি গড়াই রোড, সুকান্ত ময়দানের বিপরীতে, রঙ্গানিয়া পাড়া, থানা : আসানসোল, পিন - ৭১৩৩০৩। **বিক্রয় দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভলুম নং ০২০৫-২০১৯, পৃষ্ঠা ১৮৩৩৭০ থেকে ১৮৩৩৮৮, দলিল নং ০২০৫০৯৫৪২- ২০১৯ সালের।**	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ২৪.০৬.২০২৬ এনপিএ তারিখ ৩১.০১.২০২৬	**১৬,১৪,৫৮৩.০০ টাকা** (ষোলো লাখ চোদ্দ হাজার পাঁচশ তিরাশি টাকা) **২৪.০৬.২০২৬** অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পদ্ধতিতে জারির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/তাদের জামিনদাতা(গণ)/তাদের আইনি উত্তরাধিকারীগণ (যেখানে প্রযোজ্য) কে এতদ্বারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২'-এর ১৩ ধারার উপধারা (৪)-এর অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) এর অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ১১.০৭.২০২৬
স্থান - আরএএসএমইসিসি আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
জীবনদীপ বিল্ডিং,১১তম ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা , ৭০০০৭১
শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: স্মিতা মিত্র, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭১০৩০৪

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি; যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৮(৬) -এর বিধান অনুযায়ী** স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাদের জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত বন্ধক রাখা সুরক্ষিত সম্পত্তি , যার **বাস্তবিক দখল** সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার গ্রহণ করেছেন, তা "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে নিম্নে উল্লিখিত তারিখগুলিতে বিক্রি করা হবে ।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৮.০৭.২০২৬
অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ইউনিট / ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতাদের নাম	যে সম্পত্তিগুলি বিক্রয় করা হবে তার বিবরণ	বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @ ১০% গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
ঋণগ্রহীতা: **শ্রী নীলাঞ্জন মুখার্জী,** পিতা- চিত্তরঞ্জন মুখার্জী গ্রাম- সুভাষ নগর, পোঃ ও থানা- আদ্রা, পুরুলিয়া, জেলা পুরুলিয়া, পিন- ৭২৩১২১, পশ্চিমবঙ্গ **এছাড়া আরও:** ফ্ল্যাট নং ২০১, প্রথম ফ্লোর, মৌজা - মটকাল, প্রিমিসেস নং ১৮, মানসী পাড়া গড়ুই, পোঃ - রবীন্দ্র নগর, থানা- দমদম, কলকাতা- ৭০০০৬৫, **এছাড়া আরও:** প্রযত্নে গগনাবাদ হাই স্কুল, পোঃ- গগনাবাদ, থানা- আদ্রা, জেলা - পুরুলিয়া, পিন - ৭২৩১২১, পশ্চিমবঙ্গ	**সম্পত্তি নং ১:** মৌজা- মটকাল, আর.এস. দাগ নং- ৮৪২, আর.এস. খতিয়ান নং- ২৭১, জে.এল. নং- ১৫, আর.এস. নং- ১৭১, তৌজি নং- ১৬০/১৬২-এর অন্তর্ভুক্ত এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-কাশীপুর, দমদম-এর এক্তিয়ারভুক্ত এবং দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত হোল্ডিং ও প্রাঙ্গণ নং ১৮, মানসী পাড়া গড়ুই, পোঃ- রবীন্দ্র নগর, থানা- দমদম, পিন কোড নং ৭০০০৬৫, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা ঠিকানায় অবস্থিত ভবনের ১ম ফ্লোরে উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত জি+২ তল বিশিষ্ট ১ম ফ্লোরের উত্তর-পশ্চিম দিকের ২০১ নং আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ায় কম-বেশি ৬৫০ বর্গফুট এর সাথে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং ভবনের সাধারণ এলাকা ও সুযোগ-সুবিধাগুলি অন্তর্ভুক্ত। **সম্পত্তিটি শ্রী নীলাঞ্জন মুখার্জী-এর নামে** নিবন্ধিত (**দলিলটি ২০২৩ সালের আই-১৩৪৫১ নং**)। **সম্পত্তি নং ২:** মৌজা- মটকাল, আর.এস. দাগ নং- ৮৪২, আর.এস. খতিয়ান নং- ২৭১, জে.এল. নং- ১৫, আর.এস. নং- ১৭১, তৌজি নং- ১৬০/১৬২-এর অন্তর্ভুক্ত এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-কাশীপুর, দমদম-এর এক্তিয়ারভুক্ত এবং দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত হোল্ডিং ও প্রাঙ্গণ নং ১৮, মানসী পাড়া গড়ুই, পোঃ- রবীন্দ্র নগর, থানা- দমদম, পিন কোড নং ৭০০০৬৫, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা ঠিকানায় অবস্থিত ভবনের ১ম ফ্লোরে উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত জি+২ তল বিশিষ্ট ১ম ফ্লোরের ২০১ নং উত্তর-পূর্ব দিকের আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ায় কম-বেশি ৬৫০ বর্গফুট এর সাথে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং ভবনের সাধারণ এলাকা ও সুযোগ-সুবিধাগুলি অন্তর্ভুক্ত। **সম্পত্তিটি শ্রী নীলাঞ্জন মুখার্জী-এর নামে** নিবন্ধিত (**দলিলটি ২০২৩ সালের আই-১৩৫০৯ নং**)।	**৩৮,৩৬,০০০.০০ টাকা (আটত্রিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) ১৭.০৫.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** (তৎসহ পরবর্তী কোনো পেমেন্ট বাদ দেওয়ার পর উপরোক্ত অর্থের ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ তৎসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি)। পরিদর্শনের তারিখ : ২১.০৭.২০২৬	**সম্পত্তি নং ১** ক) ১৭,১০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৭১,০০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **সম্পত্তি নং ২** ক) ১৫,৭৫,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫৭,৫০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১০৩০৪ ৯৩৮২৯৯৩২৮৯

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা https://BANKNET.com -এ দেওয়া নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে । যেকোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০- তে।

ইচ্ছুক বিডার বা দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে আপলোড করা বিস্তারিত শর্তাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ১১.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা
যেকোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণটিই প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

‘রামভক্তদের ওপর গুলি চালানোয় সমাজবাদী পার্টির ক্ষমা চাওয়া উচিত’

বস্তি, ১০ জুলাই: উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শুক্রবার বস্তি জেলার হরাইয়া ও কাপ্তানগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় ৫০৪.৩৪ কোটি টাকার ৭৭টি উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে তিনি সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেসকে সনাতন-বিরোধী বলে আক্রমণ করে দাবি করেন, রামভক্তদের ওপর গুলি চালানোর জন্য সমাজবাদী পার্টির ক্ষমা চাওয়া উচিত।

অযোধ্যার কর্মসূচি শেষে হরাইয়ায় পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী মোট ৫০৪.৩৪ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করেন। এর মধ্যে হরাইয়া বিধানসভা এলাকায় ৮৫.৫৪ কোটি টাকার ২২টি প্রকল্পের শিলান্যাস এবং ২৭৫.৭৬ কোটি টাকার ৩০টি প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়। কাপ্তানগঞ্জ বিধানসভায় ৬২.০৮ কোটি টাকার ৮টি প্রকল্পের শিলান্যাস এবং ৮০.৯৬ কোটি টাকার ১৭টি সম্পূর্ণ হওয়া প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। অনুষ্ঠানে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, ২০১৭ সালের আগে হরাইয়া ও কাপ্তানগঞ্জ দীর্ঘদিন উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত ছিল। বর্তমানে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে দুই এলাকাতেই দ্রুত পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সাফল্যের কথাও তুলে ধরেন তিনি।

সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেসকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই দুই দল উন্নয়ন, রামমন্দির এবং সনাতন ধর্মের বিরোধিতা করেছে। তাঁদের আমলে গরিব মানুষের অধিকার লুট হয়েছে এবং উন্নয়নের অর্থ দুর্নীতিতে নষ্ট হয়েছে। তিনি বলেন, রামভক্তদের ওপর গুলি চালানোর জন্য সমাজবাদী পার্টির ক্ষমা চাওয়া উচিত। একইসঙ্গে কাঁওয়ার যাত্রা এবং

পঞ্চকোশী পরিক্রমা বন্ধ করার চেষ্টা নিয়েও সমাজবাদী পার্টির ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর দাবি, বর্তমানে ‘রামরাজ্যে’ কাঁওয়ার যাত্রা বাধাহীনভাবে চলছে এবং মন্দিরের অর্থ অন্য কাজে ব্যয় করা হচ্ছে না।

যোগী আদিত্যনাথ জানান, হরাইয়া ও কাপ্তানগঞ্জে উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি ধর্মীয় স্থানগুলির উন্নয়নের জন্যও বিপুল অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। তিনি বলেন, সনাতন ধর্মের মর্যাদা রক্ষায় সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। আইন-শৃঙ্খলা প্রসঙ্গেও পূর্ববর্তী সরকারের সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, ২০১৭ সালের আগে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এতটাই খারাপ ছিল যে নারী ও ব্যবসায়ীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেন। বর্তমানে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী তথা বস্তি জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী সূর্য প্রতাপ শাহি, বিজেপির জেলা সভাপতি বিবেকানন্দ মিশ্র, বিধান পরিষদ সদস্য সুভাষ যদুবংশ, গোসেবা কমিশনের সহ-সভাপতি মহেশ শুক্লা, বিধায়ক অজয় সিং, দুধরাম-সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি ও দলীয় নেতা। হরাইয়ায় যেসব প্রকল্পের শিলান্যাস হয়েছে পিএম-শ্রী কম্পোজিট বিদ্যালয় নির্মাণ, সড়ক সম্প্রসারণ ও সংস্কার, গ্রামীণ সংযোগ সড়ক, পর্যটন উন্নয়ন, ছাত্রাবাস নির্মাণ, হরাইয়া নগর পঞ্চায়েতে গোশালা ও অমৃত সরোবর নির্মাণ এবং সেচ প্রকল্প।

হরাইয়ায় উদ্বোধন হওয়া উল্লেখযোগ্য প্রকল্প সরকারি পলিটেকনিক, সরকারি মহাবিদ্যালয় ভবন, একাধিক সড়ক নির্মাণ ও সম্প্রসারণ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, আইটিআই, ছাত্রাবাস, পর্যটন ও স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত প্রকল্প। কাপ্তানগঞ্জে যেসব প্রকল্পের শিলান্যাস হয়েছে গোটওয়া-উঞ্জি, লালহওয়া-বাবা রাম নিহাল দাস ও পৈকোলিয়া-শিবাঘাট সড়ক সম্প্রসারণ, বাবা ভারী নাথ শিবস্থানের পর্যটন উন্নয়ন, গ্রামীণ সড়ক এবং সেচ প্রকল্প। কাপ্তানগঞ্জে উদ্বোধন হওয়া প্রকল্প নগর পঞ্চায়েত কার্যালয়, ওয়েলকাম মণ্ডপ, বিভিন্ন গ্রামীণ সংযোগ সড়ক, সড়ক সম্প্রসারণ, পর্যটন উন্নয়ন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং সেচ সংক্রান্ত প্রকল্প।

বস্তি সফরের আগে অযোধ্যার বিকাপুর বিধানসভা এলাকায় ৪৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২১৭টি উন্নয়ন প্রকল্পেরও শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের উপভোক্তাদের হাতে চেক ও অনুমোদনপত্রও তুলে দেন তিনি।

চার দশক পর নিউ জিল্যান্ডে প্রধানমন্ত্রী

প্রোটোকল ভেঙে মোদীকে স্বাগত লাক্সনের

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই: বিদেশ সফরের তৃতীয় পর্যায়ে, শুক্রবার নিউ জিল্যান্ডে পৌঁছালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন অকল্যান্ড বিমানবন্দরে অবতীর্ণ হলে কূটনৈতিক প্রোটোকল ভেঙে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান নিউ জিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সন। দীর্ঘ ৪০ বছর পর এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নিউ জিল্যান্ড সফরে গেলেন। নিজের এই ঐতিহাসিক সফরের কথা সামাজিক মাধ্যম এক্সে পোস্ট করে নিজেই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ‘কিছুক্ষণ আগেই অকল্যান্ডে এসে পৌঁছেছি। বিমানবন্দরে উপস্থিত থেকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী লাক্সনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই সফরটি অত্যন্ত ঐতিহাসিক, কারণ দীর্ঘ চার দশকে এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নিউ জিল্যান্ড সফরে এলেন। ভারত-নিউ জিল্যান্ড দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সমস্ত দিক নিয়ে প্রধানমন্ত্রী লাক্সনের সঙ্গে

আলোচনা করতে আমি মুখিয়ে আছি। পাশাপাশি, আগামিকাল অকল্যান্ডে প্রবাসী ভারতীয়দের একটি কর্মসূচিতেও অংশ নেব।’

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, পূর্ববর্তী দু’টি দেশ সফর শেষে দু’দিনের সরকারি সফরে অকল্যান্ডে পা রেখেছেন মোদী। এই সফরে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে একটি উচ্চপর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। যেখানে গত দুই বছরে ভারত ও নিউ জিল্যান্ডের মধ্যে বাণিজ্য, কমার্স এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, তার সামগ্রিক পর্যালোচনা করবেন মোদী ও লাক্সন। অকল্যান্ড সফর চলাকালীন নিউ জিল্যান্ডের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি ও ক্রীড়াজগতের একঝাঁক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গেও মতবিনিময় করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়াও, সেখানে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে এক নাগরিক সভাতেও তাঁর ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে।

১৪ জুলাই আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের উদ্দেশে পাড়ি অনিলের

ওয়াশিংটন, ১০ জুলাই: মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার মহাকাশচারী অনিল মেনন আগামী ১৪ জুলাই আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হতে চলেছেন। কাজাখস্তানের বৈকানুর স্পেস কসমোড্রোম থেকে আট মাসের এক ঐতিহাসিক মিশনে পাড়ি দেবেন তিনি। ৪৯ বছর বয়সি অনিল মেনন ভারতীয় বংশোদ্ভূত। গত ৯ জুলাই নাসার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। নাসার বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিসে ইউক্রেনীয় ও ভারতীয় অভিবাসী দম্পতির ঘরে জন্ম নেন অনিল। তিনি পেশায় একজন জরুরি চিকিৎসা বিভাগের (এমার্জেন্সি মেডিসিন) চিকিৎসক এবং মার্কিন মহাকাশ বাহিনীর (ইউএস স্পেস ফোর্স) কর্নেল পদমর্যাদার অফিসার। নাসা জানিয়েছে, অনিল মেনন রুশ মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ‘রসকসমস’-এর সয়ুজ এমএস-২৯ মহাকাশযানে চেপে দুই রুশ মহাকাশচারী পিয়োত্র দুব্রোভ এবং আন্না কিকিনার সঙ্গে মহাকাশে পাড়ি দেবেন। সেখানে তাঁরা ‘এক্সপিডিশন ৭৪’ ক্রু-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যাবেন। উত্তর আমেরিকার সময় অনুযায়ী আগামী ১৪ জুলাই সকাল ১০৪৭ মিনিটে তাঁদের মহাকাশযানটি উৎক্ষেপণ করা হবে। এই উৎক্ষেপণের সরাসরি সম্প্রচার নাসা প্লাস, অ্যামাজন প্রাইম এবং নাসার ইউটিউব চ্যানেলে দেখা যাবে। তবে আবহাওয়া বা প্রযুক্তিগত কারণে এই সময়সূচিতে পরিবর্তন হতে পারে বলেও নাসার তরফে জানানো হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের সহায়তা নিয়ে এরাজ্যে ১০টি আধুনিক ফেরিঘাটের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের জলপথ পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও যাত্রীবান্ধব করে তুলতে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় নির্মিত ১০টি আধুনিক গ্যাংওয়ে-সহ পন্টুন জেটির উদ্বোধন করলেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংহ। শুক্রবার কলকাতার মেটিয়াবুরুজ ফেরিঘাটে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। পশ্চিমবঙ্গ অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণ, লজিস্টিক্স ও স্পেশ্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এই জেটিগুলি হুগলির চন্দননগর, হালিশহরের জুটমিল, কলকাতার মেটিয়াবুরুজ, পুজালি, বালি, বরানগর, হুগলি, উত্তর ব্যারাকপুরের বাবাজি, বৈদ্যবাটির কানাইদেওয়ান এবং হলদিয়ার কুঁকড়াহাটিতে তৈরি হয়েছে। এর মাধ্যমে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি জেলার জলপথ যোগাযোগ আরও

শক্তিশালী হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিবহণমন্ত্রী বলেন, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, পরিবেশবান্ধব এবং যাত্রীবান্ধব ফেরি পরিষেবা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই প্রকল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। নগর পরিবহণ, আঞ্চলিক যোগাযোগ এবং অর্থনৈতিক বিকাশে অভ্যন্তরীণ জলপথকে আরও কার্যকর করে তুলতে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও তিনি জানান। নতুন জেটিগুলিতে ভাসমান পন্টুন, ছাউনি-যুক্ত গ্যাংওয়ে, যাত্রী প্রতীক্ষালয়, অ্যান্টি-স্কিড চলার পথ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বায়ো-টয়লেট, সিসিটিভি নজরদারি এবং সৌরশক্তিচালিত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রবীণ নাগরিক ও বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীদের সুবিধার বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী জানান, এই পরিকাঠামো ভবিষ্যতে হাইব্রিড-ইলেকট্রিক ফেরি চালুর ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে। এর ফলে রাজ্যের জলপথ পরিবহণ ব্যবস্থা আরও পরিচ্ছন্ন, পরিবেশবান্ধব এবং দক্ষ হয়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাংক, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকৌশলী, পরামর্শদাতা, ঠিকাদার এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অবদানের প্রশংসা করে পরিবহণমন্ত্রী এই ১০টি আধুনিক ফেরিঘাট রাজ্যের মানুষের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন।

কলকাতা পুলিশের প্রায় কুড়িটি থানার ওসিকে বদল, মহিলা ওসি পেল দুটি থানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুলিশে বড়সড় রদবদল। বৃহস্পতিবার ওসি ও অ্যাডিশনাল ওসি মিলিয়ে মোট ৩৩ জন ইন্সপেক্টরের রদবদল করা হল। তাঁদের মধ্যে শহরের প্রায় কুড়িটি থানার ওসিকে বদল করেছে লালবাজার। উল্লেখ্য, রাজ্যে পালাবদলের কলকাতা পুলিশে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার রদবদল করা হল। চলতি মাসের শুরুতেই কলকাতা পুলিশের

রিজার্ভ ফোর্সের ডেপুটি কমিশনার জাফর আজমল কিদওয়াইকে কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট পুলিশ কমিশনার করা হয়েছে। প্রদীপ কুমার যাদব ছিলেন কলকাতার এসটিএফের ডেপুটি কমিশনার। তাঁকে কলকাতা পুলিশের চতুর্থ ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কমিশনার করা হয়েছে। পাশাপাশি এক সপ্তাহ আগেই নবান্নের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এক ধাক্কায় রাজ্যের ১০৮ জন আইসিকে বদলি করা হয়। প্রসঙ্গত, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসতেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, এ রাজ্যে শাসকের আইন নয়, বরং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু সরকারের দু’মাসের মধ্যেই প্রশাসনে রদবদল অব্যাহত। একসঙ্গে এতগুলি থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের বদলির পদক্ষেপ তারই অংশ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বহু বছর পর একসঙ্গে কলকাতার দুটি থানার ওসি হলেন মহিলা পুলিশ আধিকারিক। উত্তর কলকাতার সিঁথি থানার ওসি হলেন চামেলি মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন উল্টোডাঙা মহিলা থানার ওসি। ভোটের আগে কিছুদিনের জন্য তিনি কালীঘাট থানার ওসি ছিলেন। টালিগঞ্জ মহিলা থানার ওসি রূপা সিং হলেন সরশুনা থানার নতুন ওসি। দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর থানার নতুন ওসি হলেন রাজীব চট্টোপাধ্যায়। ভবানীপুর থানা থেকে ইন্সপেক্টর সৌমিত্র বসু গেলেন এসটিএফে। চেতলা থানার ওসি হয়েছেন মৌসম চট্টোপাধ্যায়। অমিত চট্টোপাধ্যায় হলেন পার্কস্ট্রিট থানার ওসি। গৌতম রুজ ভাঙড় থানার ওসি হয়েছেন বলে জানিয়েছে নবান্ন।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

গ্রীন লাইনে ১২.০৭.২০২৬ তারিখে (রবিবার) সিআরএস ইন্সপেকশন

দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত এটিও পরীক্ষার জন্য **১২.০৭.২০২৬ তারিখে (রবিবার)** গ্রীন লাইনে সিআরএস ইন্সপেকশন হবে। এই উদ্দেশ্যে, **গ্রীন লাইনে রাজস্ব পরিচালনা ১২.০৭.২০২৬ তারিখে (রবিবার)** সকাল ৯টার পরিবর্তে **বিকেল ৪.৩০ মিনিটে** শুরু হবে। মেট্রো রেলওয়ের ওয়েবসাইটে সংশোধিত সময়সূচী পাওয়া যাবে।

প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

NOTICE INVITING AUCTION

1. Reference No 391/EO/KDP/2026-27 Dated-10/07/2026

Auction of pay & use toilet Block at Kakdwip Market Complex (Bus stand) Will be held by public auction on **20.07.2026 at 1.00 p.m.** At the office chamber of the undersigned. The base rate for the auction has been fixed at **Rs. 4,00,000.00 (Rupees Four Lakhs Only)** per annum only. 2. Reference No **392/EO/KDP/2026-27 Dated-10/07/2026.** Auction of pay & use toilet Block with Parking area at Lot No-8 under Kakdwip Panchayet Samity Will be held by public auction on **20.07.2026 at 1.00 p.m.** At the office chamber of the undersigned. The base rate for the auction has been fixed at Rs. 8,00,000.00 (Rupees Eight Lakhs Only) per annum only The intending bidders can inspect the toilets Block between **12.00 noon to 4.00 p.m. from 13.07.2026 to 17.07.2026.**

Look for detail you may visit and office notice board.

Sd/- Executive Officer
Kakdwip Panchyat Samity
Kakdwip, South 24 Parganas

HOOGHLY ZILLA PARISHAD

Tender Ref No: NIT-014 & 015 of 2026-27

e-tender (online) is invited from reputed and resouceful contractors for various works within Hooghly District, Closing date of bid submission is **17-07-2026 & 01-08-2026.**.For further details, please logon to **https://hooghly. nic.in**

Sd/-
District Engineer
Hooghly Zilla Parishad

190(3)/HD/ICA/ADVT

হাওড়ার রামগোপাল মঞ্চে নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন শুরু হল শুক্রবার থেকে। দু’দিনব্যাপী এই সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন হরিয়ানার রাজ্যপাল অধ্যাপক অসীম ঘোষ। এই অনুষ্ঠানে সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি ভাষায় কবিতা ও অনুগল্প পাঠ করা হয়। অংশগ্রহণকারী কবি, লেখককে শংসাপত্র ও পদক প্রদান করা হয়।

পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান ভ্রমণ ও পর্যটন প্রদর্শনী টিটিএফ কলকাতা ২০২৬ -এর সরকারি উদ্বোধন হল। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ শঙ্কর ঘোষ, উত্তরাখণ্ড সরকারের পর্যটন, সংস্কৃতি, পূর্ত ও সেচ বিভাগের মন্ত্রী সতপাল মহারাজ, গোয়া সরকারের পর্যটন, তথ্য প্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক্স ও যোগাযোগ, মুদ্রণ ও স্টেশনারি বিভাগের মন্ত্রী রোহন এ. খাওন্তে এবং অন্যান্য বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

লাগাতার বৃষ্টিতে শহরে জল, সড়কপথে মুর্শিদাবাদে শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টানা বৃষ্টির কারণে শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা জলমগ্ন। বৃহস্পতিবার রাত থেকে কলকাতার চার জেলায় বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। রাতভর তা চলেছে। থামেনি সকালেও। কলকাতা সহ উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, হাওড়ায় রাত থেকে টানা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। কখনও কখনও বর্ষণের দাপট বেড়েছে। শুক্রবার বেলার দিকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হয় ধর্মতলা, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ সংলগ্ন মধ্য কলকাতায়। স্ট্র্যান্ড রোডে উপড়ে পড়ে একটি বড় গাছ। তার ফলে সেখানে বেশ কিছুক্ষণ ব্যাহত হয় যান চলাচল। তবে সেই তুলনায় শহরের দক্ষিণে বৃষ্টির পরিমাণ তুলনামূলক কম।

এদিকে টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে ভিআইপি রোডের বিস্তীর্ণ অংশ। চিনার পার্ক এলাকায় ৪৫ নম্বর বাসস্ট্যান্ড জলে ডুবে যায়। এরই মাঝে হলদিরামের কাছে ভিআইপি রোডের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় শুক্রবার সকালে একটি চারচাকার গাড়ি বিকল হয়ে পড়ে। গাড়িটির অর্ধেক অংশ চলে যায় জলের তলায়। পরে ক্রেনের সাহায্যে তা সরানো হয় জলমগ্ন রাস্তা থেকে। কলকাতা বিমানবন্দরের রাস্তাও জলমগ্ন হয়ে পড়ে। বিমানবন্দরের দিকে যেতে অনেকেরই সমস্যা হয়েছে। দুর্যোগের কারণে সাময়িক ভাবে বিমান পরিষেবা ব্যাহত হয়েছিল বলে খবর। চুঁচুড়া পুরসভা এলাকার মিলিটারি কলোনিও রাত থেকে জলের তলায়। একাধিক বাড়ির ভিতর জল ঢুকে যায়। ব্যান্ডেল স্টেশন এবং সাবওয়েতে জল জমায় যান চলাচল বন্ধ ছিল। জমা জলের বিষয়ে তৎপর কলকাতা পুরসভাও। নিকাশি বিভাগের এক আধিকারিক জানান, শহরে অস্বাভাবিক বৃষ্টি এখনও হয়নি। ফলে পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণেই। তিনি আশ্বাসের সুরে জানান, উদ্বেগের কারণ নেই। জমা জল দ্রুত বার করার প্রস্তুতি রাখা হয়েছে।

SOUTH BENGAL STATE TRANSPORT CORPORATION
(A Govt. of West Bengal Undertaking)
DR. B. C. ROY AVENUE
P.O.- DURGAPUR – 713201, DIST.– Burdwan

TENDER NOTICE

E-bid is invited by SBSTC for rate of In house bus body repairing/renovation job of bus body at Durgapur, Belghoria & Jangal Mahal Divisional Workshops of SBSTC vide e-tender no. SBSTC/E-TND-1/in house Bus body repair/renovation/DDW/590/SBSTC/2026 dated- 10.07.2026.

The bid closing day in 01-08-2026 at 15.00 hrs. For details visit **www.wbtenders.co.in** & **https://www.sbstc.co.in**.

Sd/- Managing Director
South Bengal State Transport Corporation

Banashyamnagar Gram Panchayat
Patharpratima
email- gpbanashyamnagar@gmail.com

E-Tender Notice

Ref No- NIT No-01(2026-27), 02 (2026-27),03 (2026-27) & 04(2026-27) dated 08/07/2026 for 3 Nos scheme of road, 1 Nos scheme of culvert, 1 No scheme of building repairing, 3 Nos scheme of tubewell, 1 No scheme of Submersible with pipeline 2 Nos scheme of community latrin respectively.

information to Bidders

A) Last Date of Dropping of Tender 21/07/2026(up to 12.00 AM)

B) Date of Opening of Tender 23/07/2026(at 12.10 AM)

For Details please visit at office of the undersigned from 11.00 a. m. to 4.00 p.m. or **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Banashyamnagar Gram Panchayat

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Administrator, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/ Personnel through the **Website https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 403, Dt. 29/06/2026** for Different Civil works at Jonepur Stadium under Jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2026_MAD_1030143_1 to 2,** Last Date of Bid Submission **27/07/2026 at 11.55 Hrs.**

Sd/- **(Sougata Roy)**
Administrator,
Kanchrapara Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Alternative Source for Drinking Water by installation of Submersible Pump through Rig Boring System at Parulia Free Primary School; Parulia, Ward No.- 01, under DMC.

e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-12/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5016674_1 • Estimated Amount : 9,70,671/-

Last Date : 18th July 2026, up to 05:00 pm

2) Name of the Work: Renovation of Sewerage Line Infront of Koushambi and Nabayan Coopprative Housing Complex, Group Housing within Ward-27, under DMC.

e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-011/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5016679_1 • Estimated Amount : 13,99,272/-

Last Date : 25th July 2026, up to 05:00 pm

For details : **tenders.wb.gov.in**

Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে সবুজ মেরুন স্মারক তুলে দিচ্ছেন মোহনবাগানের সভাপতি দেবাশিস দত্ত।

বাংলার পরিবহনমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের হাতে মেট্রো স্টেশনের নামকরণ করার প্রস্তাবপত্র তুলে দিচ্ছেন মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত, পাশে ক্লাবের শীর্ষকর্তাদের অন্যতম সৌমিক বোস।

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Administrator, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/ Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No-404, Dt. 29/06/2026** for Repair & Renovation Work of 1st Floor for establishment of Digital Library at Existing Municipal Building (Meena Super Market) at Ward no 6 under Jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2026_MAD_1030245_1,** Last Date of Bid Submission **18/07/2026 at 18.55 Hrs.**

Sd/- **(Sougata Roy)**
Administrator,
Kanchrapara Municipality

হাওড়া ডিভিশনে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

ডায়মন্ড পয়েন্ট এবং ক্রসিং নং. ২৬১এ/২৬০বি ও পয়েন্ট নং. ২৫৭-এর থিক ওয়েব সুইচ একই সাথে রূপান্তরের জন্য, **১১.০৭.২০২৬ তারিখ (শনিবার) রাত ১১টা ৩০ মিনিট থেকে ১২.০৭.২০২৬ তারিখ (রবিবার) ভোর ০৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত** হাওড়া ডিভিশনের ব্যান্ডেল স্টেশন লিমিটে ডাউন মেইন লাইনে **০৬ ঘণ্টার ট্রাফিক ব্লকের** প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ঃ-

- **ট্রেন বাতিল ১১.০৭.২০২৬ তারিখে ঃ হাওড়া থেকে ঃ** ৩৭২৮৯।
- **ট্রেন বাতিল ১২.০৭.২০২৬ তারিখে ঃ ব্যান্ডেল থেকে ঃ** ৩৭২১৪, ৩৭২১৬, ৩৭২২০ ও ৩৭২২২। **হাওড়া থেকে ঃ** ৩৭২১১, ৩৭২১৩ ও ৩৭২১৫।
- **পথ পরিবর্তন ১২.০৭.২০২৬ তারিখে ঃ ৬৩৫০১ হাওড়া - বর্ধমান ফাস্ট মেমু** পথ পরিবর্তন করে হাওড়া - বর্ধমান কর্ড লাইন হয়ে চলবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- স্পেশাল বা দেরিতে চলা ট্রেন এবং ব্লক চলাকালীন নতুন চালু হওয়া ট্রেন/ পার্সেল ট্রেন / টিওডি, যদি থাকে, তবে ব্লক চলাকালীন পথিমধ্যে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ/ পথ পরিবর্তন করা হবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

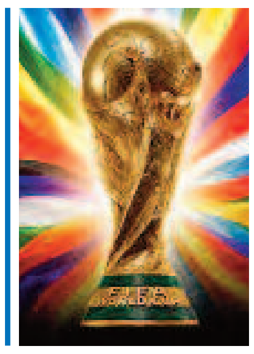

শাড়ির ইতিহাস: ভারতীয় উপমহাদেশের ঐতিহ্য, শিল্প ও নারীত্বের অনন্য প্রতীক

বেবি চক্রবর্তী

শাড়ি শুধু একটি পোশাক নয়; এটি ভারতীয় উপমহাদেশের হাজার বছরের ইতিহাস, সংস্কৃতি, শিল্পরুচি এবং নারীর আত্মপরিচয়ের এক জীবন্ত প্রতীক। বাংলার নদীমাতৃক জনপদ থেকে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরনগরী, রাজস্থানের মরুভূমি থেকে আসামের সবুজ চা-বাগান;প্রতিটি অঞ্চলে শাড়ি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকশিত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর রূপ, বুনন, অলংকরণ ও পরিধানের ধরনে পরিবর্তন এলেও শাড়ি আজও একইভাবে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ।

শাড়ির উৎপত্তি ও প্রাচীন ইতিহাস

শাড়ির ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। ধারণা করা হয়, ভারতীয় উপমহাদেশে শাড়ির প্রচলন প্রায় পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি পুরোনো। সিন্ধু সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে এমন কিছু মূর্তি ও চিত্র পাওয়া গেছে যেখানে নারীদের দেহে এক টুকরো কাপড় জড়ানো অবস্থায় দেখা যায়। ইতিহাসবিদদের মতে, সেই কাপড়ই পরবর্তীকালে শাড়ির রূপ ধারণ করে।

শাড়ি শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত ত্শাটিদ বা ত্শাটিকাদ শব্দ থেকে, যার অর্থ একখণ্ড দীর্ঘ বস্ত্র। বৈদিক যুগে নারী-পুরুষ উভয়েই সেলাইবিহীন পোশাক ব্যবহার করতেন। সে সময়ে নারীরা কোমর থেকে পা পর্যন্ত কাপড় জড়িয়ে রাখতেন এবং উপরের অংশে আলাদা ওড়না ব্যবহার করতেন। ধীরে ধীরে এই দুই অংশ একত্রিত হয়ে বর্তমান শাড়ির রূপ নেয়।

মহাভারত ও রামায়ণের মতো প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্যেও শাড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ করে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের কাহিনি শাড়ির সাংস্কৃতিক গুরুত্বকে আরও গভীরভাবে তুলে ধরে। প্রাচীন ভারতীয় মন্দিরের ভাস্কর্য ও অজন্তা-ইলোরার গুহাচিত্রেও শাড়ি সদৃশ পোশাকের উপস্থিতি দেখা যায়।

মৌর্য ও গুপ্ত যুগে শাড়ির বিকাশ

মৌর্য ও গুপ্ত যুগে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তুলা, রেশম ও মসলিনের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে নারীদের পোশাকে নান্দনিকতার ছাপ স্পষ্ট হয়। কাপড়ে সূচিকর্ম, রঙিন নকশা ও অলংকরণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

গুপ্ত যুগকে ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির ত্স্বর্ণযুগদ বলা হয়। এ সময় শাড়ির বুনন ও নকশায় নতুনত্ব আসে। অভিজাত নারীরা সোনালি সুতা, মুক্তা ও মূল্যবান পাথর দিয়ে অলংকৃত শাড়ি পরতেন। রাজপরিবার ও অভিজাত সমাজে শাড়ি মর্যাদা ও সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে ওঠে।

মধ্যযুগে শাড়ির পরিবর্তন

মধ্যযুগে মুসলিম শাসনের প্রভাবে ভারতীয় পোশাকে নতুন মাত্রা যোগ হয়। মুঘল আমলে সূক্ষ্ম কারুকাজ, জরির কাজ, এমব্রয়ডারি এবং রেশমি কাপড়ের ব্যবহার বাড়ে। বেনারসি শাড়ির উৎপত্তি মূলত এই সময়ে। পারস্য ও মধ্য এশীয় শিল্পরীতির সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের মিশ্রণে শাড়ির নকশায় এক নতুন ধারা সৃষ্টি হয়।

এই সময়ে শাড়ি শুধু দৈনন্দিন পোশাক ছিল না; এটি সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক অবস্থান ও আঞ্চলিক পরিচয়েরও প্রতীক হয়ে ওঠে। বাংলার মসলিন, দক্ষিণ ভারতের কাঞ্জিভরম, গুজরাটের বান্ধনি কিংবা কাশ্মীরের পশমিনা;সবই নিজস্ব ঐতিহ্য নিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

বাংলার শাড়ির ঐতিহ্য

বাংলার শাড়ির ইতিহাস বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। একসময় ঢাকার মসলিন পৃথিবীর অন্যতম দামি ও সূক্ষ্ম কাপড় হিসেবে পরিচিত ছিল। এতই পাতলা ছিল এই মসলিন যে একটি পুরো শাড়ি আঙটির ভেতর দিয়ে বের করে নেওয়া যেত বলে কিংবদন্তি প্রচলিত আছে।

নবাবি আমলে জামদানি শাড়ির ব্যাপক প্রসার ঘটে। জামদানির নকশা হাতে বোনা হতো এবং এতে

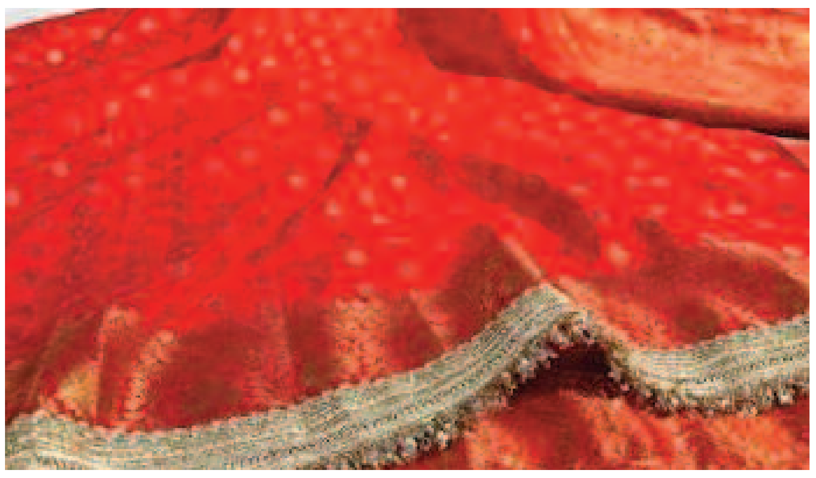

ফুল, লতা, পাখি ও জ্যামিতিক অলংকরণ ব্যবহৃত হতো। আজও জামদানি বাংলাদেশের গর্ব এবং ইউনেস্কো একে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের তাঁতশাড়ি, বালুচরি, গরদ, মুর্শিদাবাদ সিল্ক এবং ঢাকাই জামদানি বাঙালি নারীর রুচি ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দুর্গাপূজা, বিয়ে বা উৎসবে লাল-সাদা শাড়ির ব্যবহার বাঙালি সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য উপাদান।

ঔপনিবেশিক যুগে শাড়ি

ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতীয় পোশাকে পাশ্চাত্য প্রভাব পড়তে শুরু করে। তবে শাড়ি তার স্বকীয়তা বজায় রাখে। এই সময়ে সমাজসংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে নারীদের পোশাকে কিছু পরিবর্তন আসে। কলকাতার শিক্ষিত বাঙালি সমাজে ব্লাউজ ও পেটিকোটের ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

উনবিংশ শতকে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী শাড়ি পরার আধুনিক ধরন জনপ্রিয় করেন। তিনি পারসি নারীদের পোশাকরীতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এমনভাবে শাড়ি পরার প্রচলন করেন যা বাইরে চলাফেরা ও কাজের জন্য সুবিধাজনক ছিল। বর্তমানের প্রচলিত ত্নিভি স্টাইলদ বা কাঁধে আঁচল ফেলা শাড়ি পরার ধরণ ধীরে ধীরে সারা ভারতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

স্বদেশি আন্দোলনের সময় শাড়ি জাতীয়তাবাদের প্রতীকেও পরিণত হয়। ভারতীয় তাঁত ও দেশীয় বস্ত্র ব্যবহারের আহ্বান জানানো হয়। নারীরা দেশি তাঁতের শাড়ি পরে আন্দোলনে অংশ নেন, যা স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক দিক ছিল।

বিভিন্ন অঞ্চলের শাড়ির বৈচিত্র্য

ভারতের প্রতিটি অঞ্চলে শাড়ির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈচিত্র্যই শাড়িকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

বেনারসি শাড়ি: উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে তৈরি বেনারসি শাড়ি তার জরির কাজ ও সমৃদ্ধ অলংকরণের জন্য বিখ্যাত। বিয়ের শাড়ি হিসেবে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

কাঞ্জিভরম: দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুর কাঞ্জিভরম শাড়ি ভারী রেশম ও সোনালি পাড়ের জন্য পরিচিত। মন্দির স্থাপত্য থেকে অনুপ্রাণিত নকশা এতে ব্যবহৃত হয়।

পাটোলা: গুজরাটের পাটোলা শাড়ি ডাবল ইকাত পদ্ধতিতে তৈরি হয়। এটি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল।

মেখেলা চাদর: আসামের মেখেলা চাদর শাড়ির মতো হলেও এর গঠন আলাদা। এতে মুগা সিল্কের ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বালুচরি: পশ্চিমবঙ্গের বালুচরি শাড়িতে পৌরাণিক কাহিনি ও রাজকীয় দৃশ্য বোনা হয়। এটি একধরনের শিল্পকর্ম হিসেবেও বিবেচিত।

শাড়ি ও নারীর আত্মপরিচয়

শাড়ি দীর্ঘদিন ধরে নারীর সৌন্দর্য, শালীনতা ও আত্মমর্যাদার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তবে আধুনিক সময়ে শাড়ি শুধু ঐতিহ্যের প্রতীক নয়; এটি নারীর স্বাধীনতা, আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশেরও মাধ্যম।

একসময় শাড়িকে গৃহবন্দি নারীর পোশাক হিসেবে দেখা হলেও আজ কর্মজীবী নারী, শিল্পী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক থেকে শুরু করে ফ্যাশন মডেল;সবাই নিজস্ব স্টাইলে শাড়ি পরছেন। শাড়ি এখন ফ্যাশনের আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।

আধুনিক ফ্যাশনে শাড়ি

বর্তমান সময়ে শাড়ির নকশা ও পরিধানে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। ডিজাইনাররা ঐতিহ্যবাহী শাড়ির সঙ্গে আধুনিক কাট, প্রিন্ট ও ফ্যাব্রিকের সংমিশ্রণ ঘটাচ্ছেন। প্রি-স্টিচড শাড়ি, গাউন শাড়ি, বেল্ট শাড়ি কিংবা প্যান্ট-স্টাইল শাড়ি তরুণ প্রজন্মের মধ্যে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

বলিউডও শাড়ির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রেখেছে। বিভিন্ন চলচ্চিত্রে অভিনেত্রীদের শাড়ির স্টাইল সাধারণ মানুষের ফ্যাশনে প্রভাব ফেলেছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ফ্যাশন শোতেও ভারতীয় শাড়ি প্রশংসিত হচ্ছে।

তাঁতশিল্প ও অর্থনীতি

শাড়ি শুধু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নয়; এটি বিশাল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রও। ভারত ও বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ তাঁতি শাড়ি বুননের সঙ্গে জড়িত। গ্রামীণ অর্থনীতিতে তাঁতশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তবে আধুনিক যন্ত্রনির্ভর উৎপাদনের কারণে হাতে বোনা শাড়ির বাজার অনেক ক্ষেত্রে সংকুচিত হচ্ছে। তবুও ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। অনলাইন বিপণনও তাঁতিদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।

বিশ্বায়নের যুগে শাড়ি

বিশ্বায়নের ফলে শাড়ি আজ আন্তর্জাতিক পরিসরেও পরিচিত। ভারতীয় ও বাংলাদেশি প্রবাসীদের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শাড়ির ব্যবহার ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক বিদেশি নারীও শাড়িকে আকর্ষণীয় ও মার্জিত পোশাক হিসেবে গ্রহণ করছেন।

বিশেষ অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক উৎসব এবং ফ্যাশন শোতে শাড়ির উপস্থিতি এখন নিয়মিত। আন্তর্জাতিক ডিজাইনাররাও শাড়ি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নতুন পোশাক তৈরি করছেন।

হাজার বছরের পথচলায় শাড়ি কেবল একটি পোশাক হিসেবে নয়, বরং ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, শিল্প ও নারীর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর রূপ বদলেছে, কিন্তু এর আবেদন কখনও ম্লান হয়নি।

শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে সভ্যতার ইতিহাস, আঞ্চলিক ঐতিহ্য, শিল্পীর শ্রম এবং নারীর অনুভূতি। আধুনিকতার প্রবল স্রোতের মধ্যেও শাড়ি আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ এটি শুধু ফ্যাশন নয়;এটি একটি সংস্কৃতি, একটি পরিচয়, একটি আবেগ।

এমবাপে-দেম্বেলের জোড়া আঘাতে মরক্কোর স্বপ্নভঙ্গ

সেমিফাইনালে ফ্রান্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: চার বছর আগে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ফ্রান্সের কাছে থমকে গিয়েছিল মরক্কোর রূপকথা। সেই স্মৃতি বুকে নিয়ে আবারও বিশ্বমঞ্চে মুখোমুখি হয় দুই দল। ইতিহাস বদলে দেওয়ার স্বপ্ন নিয়ে মাঠে নেমেছিল 'অ্যাটলাস লায়ন্স', কিন্তু ফুটবল ফের নির্মম সত্যই সামনে এনে দিল। কিলিয়ান এমবাপে ও উসমান দেম্বেলের গোলে জিতে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল ফ্রান্স।

ম্যাচের শুরু থেকেই বলের দখল ও আক্রমণে প্রাধান্য বিস্তার করে দিদিয়ের দেশঁর দল। এমবাপে, দেম্বেলে, মাইকেল ওলিসে এবং দেজিরে দুয়ে একের পর এক আক্রমণ গড়ে তুললেও মরক্কোর রক্ষণভাগ

অসাধারণ দৃঢ়তা দেখায়। বিশেষ করে গোলরক্ষক ইয়াসিন বোনো প্রথমার্ধে একাই যেন দুর্গ রচনা করেছিলেন।

২৫ মিনিটে আসে ফ্রান্সের সেরা সুযোগ। মরক্কোর বক্সে ঢুকে পড়ার সময় ফাউলের শিকার হন দুয়ে। দীর্ঘ ভিএআর পর্যালোচনার পর পেনাল্টি দেওয়া হয়। কিন্তু স্পটকিক থেকে এমবাপের শট অসাধারণ দক্ষতায় প্রতিহত করেন বোনো। এরপরও দেম্বেলে ও দুয়ের শট রুখে দেন তিনি। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে লুকাস ডিগনের দূরপাল্লার প্রচেষ্টা ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। অন্যদিকে, মরক্কো মূলত পাল্টা আক্রমণের ওপর নির্ভর করে। ব্রাহিম দিয়াজ কয়েকটি আক্রমণ গড়ে তুললেও ফরাসি রক্ষণ, বিশেষত উইলিয়াম সালিবা, ছিল অটল। হাকিমির একটি ফ্রি-কিকও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ফলে গোলশূন্য অবস্থায় বিরতিতে যায় দুই দল।

দ্বিতীয়ার্ধে বদলে যায় ম্যাচের ছবি। আরও আক্রমণাত্মক মেজাজে মাঠে নামে ফ্রান্স। ৬০ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত বাঁক খাওয়ানো শটে অবশেষে বোনোর প্রতিরোধ ভেঙে দলকে এগিয়ে দেন এমবাপে। চলতি আসরে এটি তাঁর অষ্টম গোল, আর বিশ্বকাপে মোট গোল ও অ্যাসিস্ট মিলিয়ে কুড়িতম অবদান। প্রথম গোলের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই ফের আঘাত হানে 'লে ব্লু'। ৬৬ মিনিটে মাইকেল ওলিসের পাস থেকে এমবাপের নিখুঁত ওয়ান-টাচ সেট-আপ কাজে লাগিয়ে নিচু শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন দেম্বেলে। গোলের পর ফরাসি শিবিরে স্বস্তি নেমে আসে। সেমিফাইনালের কথা মাথায় রেখে ৭৭ মিনিটে এমবাপেকে তুলে নেন দেশঁ। শেষ দিকে মরক্কো কিছু সুযোগ তৈরি করলেও ফরাসি রক্ষণ আর ভাঙতে পারেনি। হাকিমি, উনাহি ও এল আইনাউইদের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

স্কোরলাইন যদিও ২-০, তবু বোনোর অনবদ্য গোলকিপিং না থাকলে ব্যবধান আরও বড় হতে পারত। মরক্কো লড়াই করেছে সাহসিকতার সঙ্গে, কিন্তু প্রতিশোধের স্বপ্ন অপূর্ণই রয়ে গেল। আর ফ্রান্স প্রমাণ করল, বড় মঞ্চে তাদের অভিজ্ঞতা ও তারকাদের ঔজ্জ্বল্যই শেষ পর্যন্ত পার্থক্য গড়ে দেয়। বিশ্বকাপের আরেকটি স্মরণীয় রাতে সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করল এমবাপেদের দল।

কোয়ার্টার ফাইনালে জিতলেও ফ্রান্সের চিন্তা চোটগ্রস্ত এমবাপে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মরক্কোর বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সকে জয়ের পথে এগিয়ে দেন অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে। প্রথমার্ধে মরক্কো দুর্দান্ত রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলায় ফরাসিদের আক্রমণ বারবার ব্যর্থ হয়। মাঝমাঠে বলের দখল এবং দ্রুত পাল্টা আক্রমণের মাধ্যমে আফ্রিকার দলটি ফ্রান্সকে চাপে রাখারও চেষ্টা করে। ফলে বিরতিতে গোলশূন্য অবস্থাতেই মাঠ ছাড়ে দুই দল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে নেয় ফ্রান্স। আক্রমণের গতি বাড়িয়ে একের পর এক সুযোগ তৈরি করতে থাকে তারা। অবশেষে ৬০ মিনিটে সেই চাপের ফল মেলে। বক্সের বাইরে থেকে এমবাপে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বাঁকানো শটে বল জালে পাঠিয়ে দলকে এগিয়ে দেন। এই গোলের পর মরক্কোর রক্ষণভাগে ফাঁক তৈরি হতে শুরু করে।

গোলের ছয় মিনিট পরই ব্যবধান দ্বিগুণ করে ফ্রান্স। মাঝমাঠ থেকে আক্রমণ গড়ে তুলে এমবাপে নিখুঁত পাস বাড়ান ওউসমানে দেম্বেলের দিকে। সুযোগ হাতছাড়া না করে নিচু শটে গোল করে দলের জয় অনেকটাই নিশ্চিত করে দেন দেম্বেলে। এই ম্যাচে গোলের পাশাপাশি একটি অ্যাসিস্ট করে আবারও দলের আক্রমণের মূল ভরসা হয়ে ওঠেন এমবাপে।

তবে জয়ের আনন্দের মাঝেও ফরাসি শিবিরে কিছুটা উদ্বেগ তৈরি হয় অধিনায়কের চোট নিয়ে। দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকবার গোড়ালিতে অস্বস্তি অনুভব করতে দেখা যায় তাঁকে। একবার মাঠে বসে পড়লে চিকিৎসকরা দ্রুত এসে তাঁর অবস্থা পরীক্ষা করেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনি আবার খেলায় ফেরেন বটে, কিন্তু ব্যথা পুরোপুরি না কমায় শেষ পর্যন্ত কোচ দিদিয়ের দেশঁ তাঁকে তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ম্যাচের ৭৭ মিনিটে তাঁর পরিবর্তে মাঠে নামেন জ্যঁ-ফিলিপ মাতেতা।

ম্যাচ শেষে অবশ্য সমর্থকদের আশ্বস্ত করেছেন এমবাপে নিজেই। তিনি জানিয়েছেন, আঘাত গুরুতর নয় এবং দ্রুতই সেরে উঠবেন বলে আশা করছেন। খেলা শেষে হাসিমুখে দর্শকদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় তাঁকে, যা ফ্রান্সের সেমিফাইনাল অভিযানের আগে স্বস্তির খবর।

এবার শেষ চারের মঞ্চে ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ হবে স্পেন ও বেলজিয়ামের মধ্যকার কোয়ার্টার ফাইনালের বিজয়ী দল। স্পেন এখনও পর্যন্ত টুর্নামেন্টে কোনো গোল হজম করেনি এবং তারা শেষ ষোলোয় শক্তিশালী পর্তুগালকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল। অন্যদিকে বেলজিয়াম যুক্তরাষ্ট্রকে বড় ব্যবধানে পরাজিত করে শেষ চারে ওঠার লড়াইয়ে জায়গা করে নিয়েছে।

বিশ্বকাপের অন্য কোয়ার্টার ফাইনালেও উত্তেজনার কমতি নেই। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা মুখোমুখি হবে সুইজারল্যান্ডের, আর ইংল্যান্ড খেলবে নরওয়ের বিরুদ্ধে। তবে আপাতত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন এমবাপে;তাঁর দুর্দান্ত পারফরম্যান্স যেমন ফ্রান্সকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তেমনই তাঁর দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার অপেক্ষায় রয়েছে সমগ্র ফরাসি শিবির।

মার্টিনেজের বিদায়ের পর নতুন যুগের পথে পর্তুগাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপ থেকে হতাশাজনক বিদায়ের পর পর্তুগাল জাতীয় দলের কোচ রবার্তো মার্টিনেজ দায়িত্ব ছাড়ার পর তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে অভিজ্ঞ জর্জ জেসাসের নাম প্রায় চূড়ান্ত। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও বাকি থাকলেও, দেশটির সংবাদমাধ্যমের দাবি, ৭১ বছর বয়সি এই পর্তুগিজ কোচ ২০৩০ সাল পর্যন্ত জাতীয় দলের দায়িত্ব নিতে চলেছেন। সম্প্রতি সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসেরে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে কাজ করে তিনি

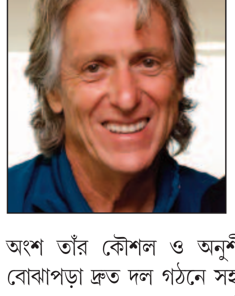

আলোচনায় আসেন। তাঁর অধীনেই দীর্ঘ ট্রফি-খরা কাটিয়ে আবার লিগ শিরোপার স্বাদ পায় ক্লাবটি। সেই অভিজ্ঞতাই পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশনকে তাঁকে জাতীয় দলের দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করেছে। নতুন কোচের সামনে অবশ্য চ্যালেঞ্জও কম নয়। বিশ্বকাপে প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়া দলকে আবার আত্মবিশ্বাসী করে তোলা এবং নতুন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হবে তাঁর প্রথম কাজ। সেপ্টেম্বরে শুরু হতে চলা নেশনস লিগের আগে দলকে সংগঠিত করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ওই প্রতিযোগিতায় পর্তুগালের প্রতিপক্ষ হবে ওয়েলস, নরওয়ে ও ডেনমার্ক। এই টুর্নামেন্ট দিয়েই জাতীয় দলের কোচ হিসেবে জেসাসের নতুন অধ্যায় শুরু হওয়ার কথা। তবে তাঁর কাজ কিছুটা সহজও হতে পারে। বিশ্বকাপের দলে থাকা ২৬ জনের মধ্যে ১১ জন ফুটবলার অতীতে জেসাসের অধীনে খেলেছেন। ফলে দলের উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁর কৌশল ও অনুশীলন পদ্ধতির সঙ্গে ইতিমধ্যেই পরিচিত। এই বোঝাপড়া দ্রুত দল গঠনে সহায়ক হতে পারে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হবে নতুন কোচকে। অভিজ্ঞতা, পরিচিত মুখ এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সমন্বয়ে তিনি দলকে আবার শিরোপার লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনতে পারেন কি না, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে পর্তুগিজ ফুটবলপ্রেমীরা।